আদর্শ দাদাঠাকুর

কলিকাতা

আদর্শ বা দাদাঠাকুর।

কথক শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কবিরত্ন রচিত।
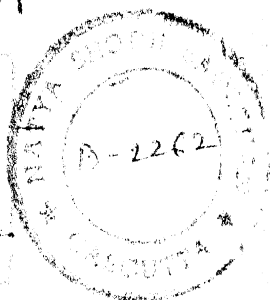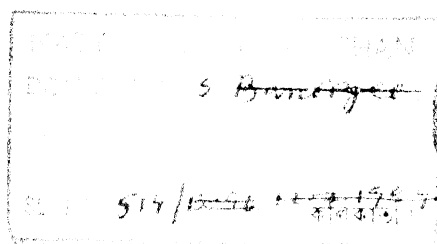
কলিকাতা

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

৫৫, আপার চিৎপুর রোড,—জোড়াসাঁকো

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩২৬ সাল।

মূল্য ১, টাকা মাত্র।

আদর্শ

বা

দাদা ঠাকুর।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—নদীতীরস্থ প্রান্তর। কাল শরৎ—প্রভাত।

(নৃত্যগীত করিতে করিতে বালকগণের প্রবেশ)

গৌড় সারঙ্গ—একতালা।

একি সাম্‌লে থাকা যায় ?
ডাক্ পড়েছে, সকাল বেলা
——"আয়রে ছুটে আয়" !
কে রয়েছ ঘরের কোণে,
কে করেছ মুখ ভারী,
পুঁট্‌লি ফেলে আয়রে চলে
তাড়াতাড়ি কাজ সারি'।
সকাল বেলায় পাগল হাওয়ায়
এমনি করেই কাজ ভাঙ্গায়।

হাওয়ার মতন আয়রে মেতে
আলোর মতন হেসে;
পাখীর মতন গান গেয়ে আয়
মেঘের মতন ভেসে;
সারা জগৎ দিচ্ছে সাড়া—
প্রাণে প্রাণে প্রেম জাগায়।

১ম বালক। যাই বল, দাদাঠাকুর না এলে আমোদ হয় না।

২য় বালক। ঠিক বলেছ। দাদাঠাকুর যখন নাচেন, মনে হয় যেন খোলা মাঠের ঝোড়ো হাওয়া এসে তাঁর সাথে যোগ দেয়। যখন গান গা'ন, বনের পাখী তাঁর সঙ্গে গেয়ে ওঠে। আকাশ তাঁর গান কান পেতে শোনে, ফুলগুলি তাঁর হাসি দেখে হেসে ওঠে। বাতাসে যখন তাঁর শাদা চুলগুলি ওড়ে তখন তাঁকে কি সুন্দরই দেখায়!

১ম বালক। দাদাঠাকুর আমাদের যে কে, তা কেবল বুঝতে পারি, বলতে পারিনে। তিনি না হ'লে আমাদের কোনো কাজে মন বসে না।

৩য় বালক। আজ দাদাঠাকুর এলেন না কেন?

৪র্থ বালক। আমি ভাই আজ দাদাঠাকুরের উপর অভিমান করব। তাঁর সাথে আমার আড়ি।

১ম বালক। এমন কথা বল্‌তে নেই। দাদাঠাকুরে উপর কি অভিমান করতে আছে? তাঁকে যে মান্য কর্‌তে হয়।

৪র্থ বালক। আমার ভাই তাঁর সাথে সবই চলে। আমি একদিন খুব রেগে তাঁর সঙ্গে আড়ি করলুম; কিন্তু ভাই মজার কথা কি বলব, যেই তিনি এলেন, আর অমনি আগে আমিই হেসে ফেল্লুম।

২য় বালক। ঠিক বলেছ তাঁকে দেখলে আর অভিমান থাকে না। আমার তো ভাই তাঁকে দেখলেই নাচতে ইচ্ছা করে।

৪র্থ বালক। দাদাঠাকুর ভারী মজার মানুষ—পাগলের রাজা।

গৌড় সারঙ্গ—একতালা।

দাদাঠাকুর পাগলের রাজা।
বড় মজার মানুষ, প্রাণের মানুষ,
মনের মানুষ গো—
নাচবো গাইবো তাঁরি সঙ্গে—
বাজারে বগল বাজা।
নাইকো কোনো বাঁধন ছাঁদন
নাইকো ঢাকা-চাপা
আমোদে তাঁর নতুন ধরণ
নাইকো জোখা-মাপা।
বড় মজার মানুষ, প্রাণের মানুষ,
মনের মানুষ গো—
নাচব গাইব তাঁরি সঙ্গে
বাজাবে বগল বাজা।

আকাশ তাঁরে দিয়েছে প্রাণ
পাখী দেছে স্বর
ঝোড়ো হাওয়া দেছে নাচন
ঠাকুর দেছেন বর
বড় মজার মানুষ, প্রাণের মানুষ—
মনের মানুষ গো—
নাচব গাইব তাঁরি সঙ্গে
বাজারে বগল বাজা।
কেবল গান আর কেবল হাসি
কেবল ভালবাসাবাসি
হাজার কসুর হ'লেও যে তার
কেবল দয়া—নাই সাজা।
বড় মজার মানুষ, প্রাণের মানুষ,
মনের মানুষ গো—
নাচব গাইব তাঁরি সঙ্গে
বাজারে বগল বাজা।

(দাদাঠাকুরের প্রবেশ)

দাদা। নাচ্ ব্যাটারা, খুব নাচ্, আরো নাচ্; যাহোক যাই বলিস, আমোদ হ'লেই হ'ল। খুব নাচতে হবে; আরো নাচতে হবে। আজ নাচে গানে এই ভোরের আলো চম্‌কে দিতে হবে; আজ নাচে গানে এই শরতের আকাশ লুট্ করে নেব।

(বালকগণ ছুটিয়া গিয়া দাদাঠাকুরকে ঘেরিল)

গৌড় সারঙ্গ—একতালা।

দাদাঠাকুর, দাদাঠাকুর, ও দাদাঠাকুর
খোদার উপর খোদগিরিটে করেছে চতুর।
পাক্‌চে যতই চুল তোমার
পড়্‌চে যতই দাঁত
আমোদ ততই যাচ্ছে বেড়ে—
কি এক নতুন ধাত।
সকলেরি সমবয়সী—এমনি মধুর।
বাইরে বুড়ো হচ্চ যতই
ভিতরের যৌবন
উথ্‌লে উঠে পড়চে ছেপে
ভাস্‌চে এ ভুবন ;
যতই পেকে যাচ্ছ ততই রসে ভরপূর।
কালেরে যে দেছ ফাঁকি
কাল যে তোমার দাস
তোমার রাজ্যে ভরা ফাগুন
সদাই বারোমাস
অফুরন্ত সুধাকলস—বিলাচ্ছ প্রচুর।

দাদা। নাচ্, আরো নাচ্, খুব নাচ্। যা হোক যাই বলিস্, আমোদ হলেই হোল।

১ম বালক। নাচো ভাই নাচো; দাদাঠাকুর বলেছেন আমোদ কর্ত্তেই হবে।

দাদা। ওরে তা নয়; আমোদ কর্ত্তেই হবে ভাবিস্‌নে—

তাতে আমোদ হয় না। নাচগান কর্ত্তেই হবে ভাবিস্‌নে, ওতে নাচগান আসে না। চেয়ে দেখ্ ঐ আকাশের দিকে, ঐ খোলা মাঠের দিকে, চেয়ে দেখ্ ঐ নদীর পানে। বাইরের এই আনন্দটুকু টেনে আন্ দেখি প্রাণে! তারপর দেখ্‌বি নাচতে গাইতে পারিস্ কিনা!

১ম বালক। দাদাঠাকুর, তুমি ঈশ্বরের নাম কর, ঈশ্বরের নাম করে' করে' নাচব গাইব।

দাদা। কেন, তা না হলে' আর নাচতে গাইতে পারবিনে?

১ম বালক। ওতে আমোদও হবে, পুণ্যিও হবে। ঈশ্বরের নাম করলে স্বর্গবাস হয়।

দাদা। দূর ব্যাটা! অ্যাঁ মাটি করেছে! ঈশ্বর আর কে?—এই আনন্দই যে ঈশ্বর। পুণ্যি, স্বর্গ এ সব উঁচু কথা তোদের কে শিখিয়ে দিলেরে? অত বড় কথায় কাজ কি? কেবল আমোদ করবি—কেবল আমোদ। ও সব উঁচু কথা পেলি কোথা?

১ম বালক। এ সব আমরা পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে শুনেছি।

দাদা। কোন্ পণ্ডিতমশাই?

১ম বালক। ঐ যে টোলের পণ্ডিত বিদ্যানিধি ভট্‌চাজ মশায়ের কাছে।

দাদা। এঃ—তোদের কাছে মিনি-পয়সায় অমনি এ সব বড় বড় কথাগুলো বলে ফেল্লে।

১ম বালক। আমাদের কাছে কি আর বলেছেন ? উনি যখন টোলে ছাত্তরদের পড়ান্ তখন আমরা শুনে নিয়েছি।

দাদা। অ্যাঁ—মাটি করেছে! পণ্ডিতের কথা শুনে ফেলেছিস্! ওরে তিনি যে বড়মানুষের পণ্ডিত। তোরা যে ছোটলোক। ও সব এখন থাক। আমোদ কর; খালি আমোদ করবি। ও সব বড় বড় পণ্ডিতি কথা এখন থাক। আজকের পণ্ডিত এই শরতের আকাশ, আজকের পুঁথি এই শরতের পৃথিবী, আজকে পড়তে হবে এরি শাস্ত্র, গাইতে হবে এরই গান। এরই মধ্য দিয়ে আনন্দ আজ আকার ধরে দেখা দেবে—আর সেই আনন্দেই ঈশ্বরকে দেখতে পাবি।

১ম বালক। তাই নাকি ?

দাদা। তা নয়তো কি ?

১ম বালক। তবে আর পণ্ডিতের মানা শুনব না। আয় ভাই গাই আর নাচি।

পিলুবারোঁয়া—একতালা।

কে শোনে আজ মানারে, ভাই
কে করে আজ মানা ?
সকল বাঁধন কাটে যখন
আমোদ তখন একটানা।
প্রাণের মাঝে জাগ্‌ল পাগল—
তুলেছে কি গণ্ডগোল ;

বাইরে ঘরে কি কলরোল
কে রাখে কার ঠিকানা ?
এর নাই পরিমাণ, নাইরে হিসাব
নাইকো কোনো সীমানা
কেবল নাচানাচি মাতামাতি
বিভোল করে প্রাণখানা।

(ক্রুদ্ধভাবে বিদ্যানিধির প্রবেশ)

বিদ্যানিধি। আঃ ভারী জ্বালাতন করলে ! ভারী জ্বালাতন করলে ! একটু গম্ভীরভাবে বসে দার্শনিক তত্ত্বালোচনা কর্‌বার যো নেই ; টোলে ছাত্রদের অধ্যয়নের ব্যাঘাত; এ ব্যাটারা তো ভারী জ্বালাতন করলে। ওহে দাদাঠাকুর তুমিও একেবারে খেপ্‌লে নাকি ?

দাদা। প্রণাম।

বালকগণ। প্রণাম।

বিদ্যা। আরে যাও ! হ্যাঁ দ্যাখ দাদাঠাকুর, দিন নেই রাত নেই এই সব ছোটলোকের ছেলেগুলোকে নিয়ে মাতামাতি করছ কেন বল দিকিন্ ?

দাদা। ওরা যে আমায় হাসায়, নাচায়, কাঁদায়, মাতায়— আমি কি করব ?

বিদ্যা। তুমি একটা বুড়ো-পাগল। বুড়ো হয়েছ, এখন গম্ভীর হওয়া উচিত।

দাদা। গম্ভীর হতে পারব না। ও আমার ধাতে সয় না।

বিদ্যা। অত আমোদ টামোদ বুড়োদের জন্যে নয়।

দাদা। বুড়ো হয়েছি? বুড়ো আবার কি! আমি তো বুড়ো হই নি। তবে এসেছি এখানে অনেক দিন গেল বটে। তাতেই তো এ জায়গাটার সঙ্গে আরো বেশী পরিচয় হয়েছে চেয়ে দেখুন এই শরৎ-প্রভাতের দিকে, কেমন তরল আনন্দে সে মেতে উঠেছে; সে তো কতবার এল কতবার গেল, কিন্তু যতবার আস্‌ছে ততবারই নতুন। ওতো পুরোণো হয়নি; ওতো বুড়ো হয়নি। ও যে কেবলই যেন বেশী নতুন হচ্ছে। এই প্রভাতের আলো যে আজ প্রাণে আনন্দের দোলা দিয়ে ঢেউ খেলিয়ে স্রোত বহিয়ে যাচ্ছে। না মেতে যে পারি নে।

বিদ্যা। কি বল্‌ছো তোমার মাথা আর মুণ্ড! প্রভাতের আলোর কথা এল কিসে? প্রভাতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি?

দাদা। সম্পর্ক নেই? খুব সম্পর্ক—ভারী সম্পর্ক। এই বিশ্বের সঙ্গে যে আমাদের নাড়ীর বাঁধন! বলেন কি? এই আলো ছায়া হাসি গান—এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই? এই প্রভাতে ফুল ফুট্‌ছে, পাখী গাচ্ছে, রৌদ্র হাস্‌ছে। আর আমরা কেন ফুলের মত ফুটে উঠ্‌ব না? রৌদ্রের মত হেসে উঠব না? পাখীর মত গেয়ে উঠব না? আমরাও যে এই জায়গারই মানুষ।

বিদ্যা। দ্যাখো, এ পৃথিবীটা কিছু নয়। দর্শনশাস্ত্র বলেছে এ সব মায়া মিথ্যা; কেবল সেই মায়াতীত যিনি, তিনিই সার। এ সব ছেড়ে, আমোদ টামোদ ত্যাগ করে গম্ভীর হয়ে বসে ব্রহ্ম চিন্তা কর।

দাদা। মায়া—মিথ্যা ? তবে এ দর্শনশাস্ত্র আমার জন্যে নয়। এ যদি মায়া হয় তবে আপনিও মায়া—মিথ্যা, আপনার দর্শনও মিথ্যা, আমিও মিথ্যা, সকলই মিথ্যা। না—এ মায়া নয়, এ মিথ্যা নয়। ঐ যে ফুল হাস্‌ছে—এ তাঁরই হাসি ; ঐ যে পাখী গাচ্ছে, এ যে তাঁরই কণ্ঠস্বর ; এই শ্যামরম্য পৃথিবীর অজস্র সৌন্দর্য্য—এ যে তাঁরই অঙ্গলাবণ্য। আমি এই সকলের মধ্যে তাঁকে পেতে চাই। এই সারা জগতে ছড়ানো আনন্দই আমার তিনি। আমার সত্য, মিথ্যা, ভালো মন্দ, সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য সকল নিয়েই যে তিনি ! তাঁকে ছেড়ে কোথায় যাবো ? এ যদি মায়া হয় তো হোক মায়া, আমি এই মায়া নিয়েই থাকব। আমি এই প্রভাতের আলোতে প্রাণ হাসাব ; এই শিশিরে প্রাণ ভেজাব ; এই তরল আনন্দ পান করব। গম্ভীর হয়ে একা বসে দুয়ার বন্ধ করে—এই আপন ঘরে প্রবাসী হয়ে—মালা জপা আমার মোটেই চলবে না। আমি সবাইকে নিয়ে হেসে খেলে বেড়াব।

বিদ্যা। নেচে মেতে বেড়াবে—এই সব ছোটলোকের ছেলেপিলের সঙ্গে ? কি আশ্চর্য্য ! এরা সব কেউ নমঃ-শূদ্র, কেউ কৈবর্ত্ত, ওদের সঙ্গে মিশে এই রকম মাতামাতি করছ ! ছি ছি ! ওদের স্পর্শ করলে যে অপবিত্র হতে হয় !

দাদা। ওরা ছোট বলেই তো ওদের সঙ্গে এত সহজে মিশতে পেরেছি। ওদের যে হিসেব নেই। আনন্দ যে ওদেরই ভিতরে বেশী সহজ হয়ে উঠ্‌ছে। ওরা যখন মাঠে বাঁশী বাজায়, ধেনু চরায়, গুঞ্জা ফুলের মালা গেঁথে গলায়

পরে, আনন্দ তখন আপনি এসে যে ওদের খোঁজ করে নেয়।

বিদ্যা। দ্যাখো, তুমি লেখা পড়া শিখেছ, একটা জননায়ক হতে চলেছ—

দাদা। তাইতো কারেও ছাড়তে পারছিনে। আমি যে এই-ই শিখেছি কেবল সারা জীবন ভরে। আমার সকল বিদ্যাই—এই সবার সাথে মিলে মিশে আমোদ করা।

বিদ্যা। এমন-ধারা করলে মানুষের কাছে হালকা হোয়ে পড়বে। আর কেউ তোমাকে ভয় করবে না।

দাদা। ভয় করবে? সে কি! তার মানে কি? ভয় কেন? ভয়ের সঙ্গে আনন্দের যে বড় বিবাদ। ভয় করবে কেন? আমি এদের সঙ্গে নেচে গেয়ে বেড়াব—এর ফল যা হয় হবে।

বিদ্যা। তুমি ভুল বুঝেছ।

দাদা। এ যদি ভুল হয় তো আমি এই ভুল নিয়েই থাকব। এর চেয়ে কোনো সত্য আমি চাই নে।

(ব্যস্তভাবে সেবাব্রতের প্রবেশ)

সেবা। গুরুদেব!

দাদা। চুপ্, বল্ দাদাঠাকুর। ভারী একটা কথা শিখেছেন "গুরুদেব"! ও সব উঁচু কথা রেখে দে—বল্ দাদাঠাকুর।

সেবা। আপনি যে গুরুর গুরু।

দাদা। আবার! মার খাবি। দাঁড়া আগে তবে—(চপেটাঘাত করিলেন)।

(সেবাব্রত হাস্যমুখে দাদাঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন দাদাঠাকুর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন)

হ্যাঁ দ্যাখ্, গুরু ভাবিস্ আর যা ভাবিস্—ভাব্বি, আমার কাছে বলিস্‌নে। আর গুরু-টুরু বল্লেই যেন কেমন আর একটা ভাব আসে, তাতে দাদাঠাকুরের মজা থাকে না। গুরু বল্লেই মনে হয়,—গম্ভীর মুখ, গেরুয়াপরা, লম্বা দাড়ী, ফোটা-তিলক-কাটা, মাথায় টিকি, পায়ে খড়ম, একেবারে সার্ব্বভৌম ঠাকুর। আমি পাগলা মানুষ, অত শত হতে পারব না। আমি দাদাঠাকুর। আমার তাই ভাল।

সেবা। আচ্ছা এখন থেকে তাই-ই বলব। একটা খবর আছে—

দাদা। কি খবর ?

সেবা। হরিচরণ মণ্ডলের ছেলের কলেরা হয়েছে।

দাদা। অ্যাঁ—তাই নাকি ? ওরে চল., আমরা সবাই মিলে সেখানে যাই।

সকলে। চলুন।

দাদা। ভট্‌চাজ্ মশাই, আপনিও চলুন।

বিদ্যা। কোথায় ?

দাদা। হরিচরণের বাড়ী।

বিদ্যা। কেন ?

দাদা। ছেলেটির শুশ্রূষা করতে। আহা ওরা বড় গরীব।

বিদ্যা। তা আমি কি করব ?

দাদা। আপনিও শুশ্রূষা কর্‌বেন। আপনি সঙ্গে থাক্‌লে একটু বল হবে।

বিদ্যা। রাম, রাম, রাম! মহাভারত, মহাভারত! তুমি বল কি! ব্রাহ্মণ হয়ে এখন চণ্ডালের সেবা করব? তুমি উন্মত্ত হয়েছ নাকি? ও! জানিই তো; কলিতে ধর্ম্ম নেই,—যত সব ম্লেচ্ছাচারী জুটে একেবারে ধর্ম্মকর্ম্ম সব রসাতলে দিলে! পৃথিবী যাবে; বুঝেছি—পৃথিবী যাবে। চারপো' পাপ পরিপূর্ণ হয়েছে। এইবার পৃথিবী যাবে।

দাদা। সেবা কি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নয়? সেবা কি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যের বাইরে? যে সেবা—রোগে জননী, দুঃখে সান্ত্বনা! সেবা—যা ত্রিদিবের মন্দাকিনী ধারার মতো, দিব্য আলোকের মতো, বিধাতার আশীর্ব্বাদের মতো, মানবের বহু ভাগ্যফলে ধরায় নেমে এসেছে, সেই সেবার অধিকারী হয়ে মানুষ আপনাকে কৃতার্থ মনে করবে না? কৃতজ্ঞ অন্তরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবে না? দয়া সেবা যে নীচ পরিত্যক্ত ব্যক্তির জন্যই হয়েছে। সেবার ধর্ম্ম যে জলের মতো, সে নিম্নদিকেই ধাবিত হবে।

বিদ্যা। সেবা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নয়। সেবা শূদ্রের ধর্ম্ম—জান তো গুণানুসারে বর্ণবিভাগ হয়েছে?

দাদা। হা অদৃষ্ট! তার অর্থ কি এই? সেবা মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি। যদি গুণ অনুসারে বর্ণ-বিভাগ হয়ে থাকে, ব্রাহ্মণের যদি উচ্চ প্রবৃত্তি থাকে, তার যদি উচ্চ

অধিকার থাকে, তাহোলে সেবা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম না হোয়ে আর কার ধর্ম্ম হবে ?

বিদ্যা। চণ্ডাল সেবালাভের অধিকারী নয়। সেবা যদি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম হয়, তো সে সেবা লাভের যোগ্য দেবতারা। ব্রাহ্মণ নীচ জাতির সেবা কেন কর্‌বে ?

দাদা। সেবা লাভের, সেবা প্রাপ্তির অধিকারী কি কেবল উচ্চ জাতিমাত্র ? পুণ্যতোয়া ভাগীরথী যদি কেবল হিমাচলের উচ্চ শৃঙ্গেই থাক্‌ত তবে কি তার অমৃতধারায় এই শ্যামা বসুন্ধরা শীতল হোত ? সে যে নীচে নেমে এসে তবে বিশ্বকে প্লাবিত পুণ্যপূত করেছে। সে ভাল-মন্দ, পবিত্র-অপবিত্র স্থাননির্ব্বিশেষে ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সে তো কোনো বিচার করে না, কেবল অশ্রান্ত পুণ্য স্রোতে ধরিত্রীকে স্নেহ-সিক্ত করে দিয়ে যায়।

বিদ্যা। দাদাঠাকুর, তুমি পণ্ডিত, তুমি উচ্চবংশোদ্ভব তা সত্য, কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা কি বোঝ ? তুমি কায়স্থ। ব্রাহ্মণ অবশ্যই অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; না হোলে তুমি ব্রাহ্মণ আমি কায়স্থ, এ প্রভেদ কেন হোল ?

দাদা। ব্রাহ্মণ ! ক্ষমা করুন ; তবে আজ কিছু বল্‌ব ; আমি না বলে থাকতে পারছিনে। হাঁ, অবশ্যই ব্রাহ্মণ উচ্চ ; একথা কারো সাধ্য নাই যে অস্বীকার করে। কিন্তু তার একটা কারণ আছে—ব্রাহ্মণের উচ্চতার কারণ কি এই নয় যে তাঁর শিক্ষা, ধর্ম্ম, পরোপকারই তাঁকে শ্রেষ্ঠ করেছে ?

ব্রাহ্মণ তাঁকেই বলে, যাঁর সমস্ত চিন্তা ভগবচ্চরণে, যাঁর সমস্ত সাধনা বিশ্বের কল্যাণের দিকে। সংসারে জাতি পূজ্য নয়, গুণই পূজ্য। ব্রাহ্মণ! একবার মনে করুন সেইদিন, সেই মানবের ইতিহাসের স্মরণীয় বরণীয় মহাপুণ্যময় দিন—যেদিন এই ব্রাহ্মণজাতি সকল স্বার্থ সকল বিলাসলালসা ছেড়ে কেবল স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যমাত্র সম্বল করে তপোবনবাসী হয়ে বিশ্বের কল্যাণ-কামনায় দেহপাত করতেন। তখন তাঁর—এই ব্রাহ্মণের পদতলে গর্ব্বোদ্ধত রাজমুকুটশোভিত শির বিলুণ্ঠিত হয়ে আপনাকে কৃতার্থ মনে করত। হায় আর ব্রাহ্মণের সেদিন নেই! একদিন ছিল যখন ব্রাহ্মণত্ব কেবল বংশগত অধিকার ছিল না। একদিন ছিল সমাজের, যখন ব্রাহ্মণগণ গুণানুসারে ভিন্নজাতির অন্ন গ্রহণ করতেন, তাঁদের সঙ্গে বন্ধুতা করতেন, তাঁদের অস্ত্র শিক্ষা দিতেন, আবার শিষ্যভাবে শাস্ত্রাধ্যয়ন করতেন। ব্রাহ্মণ! একবার এ অন্ধ অভিমান স্বার্থমুগ্ধ বিচার পরিত্যাগ করে—সেই অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখুন।

বিদ্যা। দাদাঠাকুর, তুমি যেন কতকটা ঠিক বলচ মনে হচ্ছে। আচ্ছা আমি ভেবে দেখব। তবে কি জান, এতকাল ধরে যা মেনে চলেছি তার উপর কেমন একটা মায়া জন্মে গেছে; হঠাৎ ছাড়তে পারা যায় না।—না—না তোমার কথা শুনতে পারি না। এতে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদাহানি হবে।

দাদা। ব্রাহ্মণ! প্রণাম; তবে থাকুন আপনার ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে। চণ্ডালের সেবা করবেন না? চণ্ডাল কি মানুষ

নয়? তারও কি মানুষের প্রাণ নয়? তারও কি মানুষের মতো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়? সেই জগৎপ্রাণ কি তার প্রাণে নেই? ব্রাহ্মণ! সূর্য্য কি চণ্ডালের ঘরে কিরণ বিতরণ করেন না? বর্ষাধারা কি সর্ববস্থানকেই স্নেহসিক্ত করে না? ঈশ্বর! ঈশ্বর! আমি যেন জন্ম-জন্ম চণ্ডাল হয়ে জন্মগ্রহণ করি, তবু যেন হীন এরূপ স্বার্থদাস ব্রাহ্মণ না হই। চল্ ভাই চল্, আমরা যাই, কর্ম্মময় জগৎ, অনেক কাজ করতে হবে। কার চোখের জল পড়চে, চল্ তার চোখের জল মুছিয়ে দিইগে। কে ক্ষুধায় অন্ন পাচ্ছে না, চল্ তাকে আহার দিইগে। কোন্ অভাগা অনুতাপের অনলে দগ্ধ হচ্ছে চল্ তার বক্ষ শীতল করে দিইগে। ঐ যে অন্ধ, আতুর, অসহায়—আমাদের ঈশ্বর যে ওরাই। যদি ওদের মুখে এক গ্রাস অন্ন তুলে দিতে পারি, সেইখানেই যে দেবতাকে নৈবেদ্য দেওয়া হোল। ওদের সেবা করতে পারলেই যে তাঁর সেবা হোল। চল্ ভাই সব, আমরা ধন্য, কৃতার্থ যে এমন সেবার অধিকার পেয়েছি।

সকলে। চলুন আমরা প্রস্তুত।

বেহাগ—একতালা।

সবার সাথে পড়লে বাঁধা
খুলবে তোমার এ বাঁধন।
আপনাকে ভাই বিলিয়ে দিলে
মিলবে তোমার সে আপন।
বড়ই বোঝা নিজের বোঝা
সে যে বোঝা যায় না বোঝা—

সবার বোঝাই নেওয়া সোজা
বুঝলি নারে ওরে মন।
নেমে আয় সবার মাঝে
লেগে যা সবার কাজে
চলে আয় সবার সাজে
সবার মাঝে নে আসন।

(সকলে প্রস্থানোদ্যত—বিদ্যানিধি বাধা দিলেন)

বিদ্যা। দাঁড়াও দাদাঠাকুর, একটু দাঁড়াও। আমিও মানুষ, যতই বলি আমিও মানুষ, আমারও মানুষের প্রাণ।—দাদাঠাকুর, কে তুমি? কে তুমি? তুমি মানুষ নও,—কে তুমি? তোমার প্রতিবাক্যে আমার প্রাণে নবীন প্রেরণা, নব-জীবনের হিল্লোল মর্ম্মরিত হয়ে উঠ্‌ছে। কে বলে আমি ব্রাহ্মণ, তুমি কায়স্থ? না না—তুমিই ব্রাহ্মণ, আমিই শূদ্র। দাদাঠাকুর, আজ যদি তোমার চরণে এ মস্তক লুণ্ঠিত হয় সেটা বেশি কিছুই করা হবে না। কিন্তু হায় অন্ধ সমাজ! দাদাঠাকুর, আবার বলি—কে তুমি? তোমার বাক্যে মেঘের গর্জ্জন, চক্ষে সূর্য্যের দীপ্তি, বক্ষে বজ্রের দৃঢ়তা, অঙ্গসঞ্চালনে ঝটিকা—কে তুমি? এর পূর্ব্বক্ষণে তোমায় কি ভাবে দেখেছি—দেখেছি এক হাস্যোজ্জ্বল আনন্দময় মূর্ত্তি; এখন আবার একি দেখ্‌ছি—যেন প্রদীপ্ত মহিমময় মূর্ত্তি! দাদা-ঠাকুর নিয়ে চল, আমি অন্ধ, আমার হাত ধরে নিয়ে চল। হে মহাকর্ম্মি আমায় এ মহাকর্ম্মের অধিকারী কর। আমিও তোমার মত এ বিশ্বের কর্ম্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ব। হে আনন্দ-

ময়, আমায় তুমি এমনি তোমার মত আনন্দে নাচাও মাতাও, কাঁদাও গলাও; আর আমার জাত্যভিমান নেই। আজ এ কি শুন্‌ছি,—কেউ তো এমন কথা কখনো শোনায় নি! আমার চক্ষে একটা নতুন জগৎ খুলে গেছে। এ আমায় কি শুনালে, কি দেখালে দাদাঠাকুর? মানুষ নও, দেবতা নও—কে তুমি? কে তুমি?

দাদা। আমি অধম, দীনাতিদীন, আপনার চরণের দাস

দাদাঠাকুর। গাও সেবকগণ, তাঁর নাম কর; ধন্য তাঁর লীলা. আজ বড় মধুর মুহূর্ত্ত। আজ ব্রাহ্মণ! আপনাকে পেয়েছি। আপনি অগ্রবর্ত্তী হোন্, আমরা আপনার পিছনে যাবো। আমি পাগল, আমি অজ্ঞান, আমি অধম। ব্রাহ্মণ! আমায় আশী-র্ব্বাদ করুন। আজ বড় আনন্দ। কে বলে ব্রাহ্মণসমাজ পতিত? বিশ্বসমাজ! আশ্বস্ত হও। আবার সেই মহামুহূর্ত্ত আস্‌বে। কি আনন্দ আজ—আবার ব্রাহ্মণ অগ্রবর্ত্তী হয়ে শূদ্রের হাত ধরে, মানবসমাজের মহামিলনের মন্দিরাভিমুখে চলেছে! ওরে তোরা আজ ডঙ্কা বাজা, নিশান ওড়া, পুষ্প বৃষ্টি কর্। আবার সকল জাতি মিলে এক মহা মানবসঙ্ঘ সংগঠিত হবে। সব ভেদ বিবাদ দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর হবে। বিশ্ব অমৃতময় হবে। ওই শোনো ধর্ম্মের বিষাণ বেজে উঠেছে। দেবতা জাগ্রত হয়েছেন। এ কি আলো! এ কি আনন্দ! এ কি অমৃতপ্লাবন। ব্রাহ্মণ! আমায় পদধূলি দিন্।

বিদ্যা। একি! একি! কর কি! কর কি! এস ভাই তোমার বক্ষে বক্ষ মিলিয়ে ধন্য হই। গাও ভাই, তোমরা এক-

বার তাঁর নাম গান কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে একবার গেয়ে ধন্য হই। তার পর চল, সবাই মিলে কর্ম্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়িগে। দাদাঠাকুর, এস, ভাই, এস একবার আমায় আলিঙ্গন দাও।

(উভয়ের আলিঙ্গন ও সকলের গীত)

পিলু বারোঁয়া—তাল একতালা।

আপনি ঠাকুর বাঁধা যে তাঁর জগতের কাজে
আমরা হেথায় রব বসে' তাও কি রে সাজে ?
ঘরে বসে জপলে মালা হয় না পূজা তাঁর।
ছোট বড় সবাই আসুক খুলে দাও দুয়ার।
সবার সনে আসবে সে জন—পাবে সকলের মাঝে।
প্রাণসাগরে পড় ঝাঁপায়ে পাবি শত প্রাণ
আসল চেয়ে অংশ বাড়ে যতই কর দান।
কেউ আসেনি আপন লয়ে' ঘুরতে আপনার মাঝে।
কারেও যদি দাও তাড়ায়ে, তাড়াবে তাঁরে ;
আস্‌তে দিলেই আনা হবে সেই দেবতারে ;
হাস্‌লে ধরা হাসেন তিনি, ব্যথা দিলে তাঁর বাজে।

(সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথম দৃশ্য।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—হরিচরণের বাটী। কাল—অপরাহ্ন।

(হরিচরণের পুত্রকে ক্রোড়োপরি স্থাপন করিয়া দাদাঠাকুর উপবিষ্ট। চতুর্দ্দিকে বালকগণ রোগীকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছে। কবিরাজ নাড়ী দেখিতেছেন। নিকটে হরিচরণ সাশ্রু-নেত্রে কবিরাজের পানে চাহিয়া আছে।)

হরি। দাদাঠাকুর, আমার বাছা বাঁচবে তো?

দাদা। হরিচরণ অস্থির হয়োনা। (জনৈক বালকের প্রতি) ওহে তুমি এর পায়ে একটু স্বেদ দাও।

(বালকের কথাবৎ কার্য্যকরণ)

হরি। দাদাঠাকুর, আমার আর যে কেউ নেই!

দাদা। ভগবান আছেন। তাঁকে ডাকো। (অপর একজন বালকের প্রতি) ওহে, তুমি একে একটু বাতাস দাও।

(বালকের কথাবৎ কার্য্যকরণ)

হরি। দাদাঠাকুর, তুমি মুখ দিয়ে একবার বল, তা হোলেই আমার ছেলে বেঁচে উঠবে। কবরেজ মশাই, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি কিছু মনে করো না। আমার কিছু নেই; জমীদার সব লুটে নিয়েছে। আমার উপর ব্যাজার হয়ো না।

(পদধারণ)

কবি। আরে কর কি, কর কি! হরিচরণ, আমরা কি কসাই? আমাদেরও প্রাণ আছে। পাঁচ জায়গা থেকে নিচ্চি, না হয় তোমার কাছ থেকে কিছু নাই বা পেলুম।

দাদাঠাকুর দয়া করে যে আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য। আমি কিছু চাইনে। আমি যথাসাধ্য চিকিৎসা করব।

দাদা। সে কি কবিরাজ মশাই, তা কেন? আপনার ন্যায্য প্রাপ্য আমিই দিব।

কবি। দাদাঠাকুর মাপ করুন। এই যে এখানে এসে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করেছি, এই-ই আমার পরম লাভ।

দাদা। কবিরাজ মশাই, দেখুন তো একবার নাড়ীটে—রোগী যেন কেমন করছে।

রোগী। জ—অ—অ—(ক্ষীণস্বরে)

দাদা। এই যে বাবা, জল খাও। (জল দান)

কবি। অবস্থা সঙ্কটাপন্ন—সময় হোয়ে আসছে।

হরি। বাবা, যাদু আমার, গোপাল আমার। এই দ্যাখো একবার চেয়ে দ্যাখো, এই যে আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে। ঠাকুর, আমায় পথের কাঙাল করো না, আমার অন্ধের নড়ী কেড়ে নিও না।

(জনৈক জমিদার-কর্ম্মচারীর সহিত চারিজন বরকন্দাজের প্রবেশ)

কর্ম্ম। এই যে হরে, বাঁধো একে।

(বরকন্দাজগণ হরিচরণকে ধরিল)

১ম বরকন্দাজ। চল্ ব্যাটা চল্।

হরি। একি আমায় কোথায় নে' যাচ্ছ?

কর্ম্ম। কাছারীতে; তোর তলব হয়েছে।

হরি। এজ্ঞে, আমি—আমি সেই দিনই তো বলেছি—বেগার খাট্‌তে পারব না। আমি গরীব মানুষ।

কর্ম্ম। সেখানে গিয়ে কাঁদুনি গাইবি। এখন চল্।

হরি। আপনার পায়ে পড়ি আজকের দিনটে আমায় রেয়াৎ কর।

কর্ম্ম। আরে চল্ ব্যাটা। ও সব কান্নাকাটি শুন্‌বো না। মনিবের কড়া হুকুম।

হরি। আপনার পায়ে পড়ি।

কর্ম্ম। এই বরকন্দাজ! ধরে নিয়ে চল্।

বর। চল্ চল্ ব্যাটা (গলাধাক্কা)

দাদা। মশাই, মনিবেরও মনিব আছে। যিনি সকলের মনিব, তাঁর দরবারে এর বিচার হবে। এখানেই বিচারের শেষ নয়; এটা মনে রাখবেন।

কর্ম্ম। মশাই, ও সব লম্বাচওড়া কথা শুনতে গেলে আর আমাদের চলে না। আমরা যার খাই, তার কাজ করি।

দাদা। আজ ওকে ছেড়ে দিয়ে যান। কাল না হয় ওর বিচার হবে। আপনার মনিব এতে রাগ করবেন না। আমি ওর জামিন হলুম। দেখুন ওর ছেলে মৃত্যুশয্যায়।

কর্ম্ম। আপনার এত রাক্ষুসে মায়া কেন? আপনাকে আমরা বেশ চিনি। সে দিন তো একটা হাঙ্গামা করতে গিয়েছিলেন।

দাদা। আচ্ছা ভেবে দেখুন আপনিই একবার, এ অবস্থায় কি ওকে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে? ধর্ম্ম তো আছে।

কর্ম্ম। তোমার ওসব ধর্ম্মের কচকচানি রেখে দাও।

জনৈক বালক। এই! মুখ সামলে কথা কও। দাদা-ঠাকুর, একবার হুকুম দিন তো, তারপর দেখি কার সাধ্য ধরে নিয়ে যায়।

দাদা। স্থির হও; আমাদের কাজ এরূপ নয়। এখনো এর সময় হয়নি।

বর। (হরিচরণকে) চল্ ব্যাটা চল্। (ধাক্কা মারিল)।

হরি। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমার বাছাকে বুঝি আর ফিরে এসে দেখবো না। দাদাঠাকুর, আমি যাই, আপনি আমার বাবার কাছে থেকো। আমায় না দেখে ও আর বাঁচবে না। মশাই আমায় একবার ছেড়ে দিন। আমি বাছাকে একবার বুকে করি।

কর্ম্ম। বকন্দাজ, নিয়ে চল।

বরকন্দাজ। চল্ ব্যাটা চল্।

হরি। ওঃ—গরীবের কেউ নেই!

দাদা। ঈশ্বর আছেন। যাও হরিচরণ, নির্ভয়ে যাও, দীননাথ তোমার সহায়, তিনি তোমায় রক্ষা করবেন। তোমাদের বুকে আঘাত করলে যে তাঁরি বুকে বাজে। যাও হরিচরণ, যার কেউ নেই তার তিনি আছেন।

কর্ম্ম। তোমারও একদিন যেতে হবে। ধনদাস রায়ের বিষ-নজরে পড়েছো। চল্ ব্যাটা চল্।

(কর্ম্মচারী ও বরকন্দাজগণ হরিচরণকে লইয়া প্রস্থান করিল)

রোগী। বাবা—উঃ!

কবি। রোগীর আর বিলম্ব নেই। সময় হোয়ে এসেছে।

দাদা। তাইতো (ছেলেদের প্রতি) তোমরা প্রস্তুত হও।

(কিয়ংকাল পরে রোগী প্রাণ ত্যাগ করিল। দাদাঠাকুর কিয়ংকাল নির্নিমেষলোচনে মৃতদেহের পানে চাহিয়া পরে কহিলেন)

এই তো সব শেষ। কি আশ্চর্য্য; এত ক্ষণস্থায়ী এত নশ্বর এই মানবজীবন! এরই জন্যে মানুষ মানুষকে হিংসা করে! ক্ষুদ্র মানব, চেয়ে দেখ, তোমার অত্যাচার ও অনুগ্রহের সীমা কতটুকু মাত্র! তুমি কত ক্ষুদ্র! এস আমরা সবাই মিলে একে শ্মশানে নিয়ে যাই। (মৃতদেহ তুলিতে উদ্যত)

ইতি দ্বিতীয় দৃশ্য।

(নেপথ্যে)

বাউলের সুর।

এমনিকরেই দুদিন পরে ফুরিয়ে যাবে সব খেলা;
ঐ যে আঁধার আসচে ধেয়ে গগনে আর নাই বেলা।
(ওকি ভীষণ কালো গো, ঐ যে আঁধার)
এখনো বাহির ছেড়ে——
(ও তুই কোন্ প্রভাতে বাহির হলি গো সন্ধ্যা হোল)
এখনো বাহির ছেড়ে আয়রে ঘরে থাকিস্‌নে আর একেলা।
চেয়ে দ্যাখ্ সাথী যত যাচ্ছে চলে সবাই—
কেউ রবেনা চোখের জলে ভাসবি যখন ভাই
কিসের আপন, কেউ কারো নয়, মিলছে দুদিনের মেলা।

আপন জনে গেলি ভুলে মত্ত হয়ে খেলায়
ঘরে বসে রে অভাগা ডেকে মরে মায়
ও তুই দেখবে না পথ আঁধার হলে—
তুই যে বড় একলা।
হবে তোর খেয়া বন্ধ (অসময় দেখে ওরে অন্ধ)
পড়ে রবি পথের মাঝে হয়ে সবার পায়-ঠেলা ॥

তৃতীয় দৃশ্য।

কাল—প্রহরাধিক প্রভাত। স্থান জমীদারের কাছারী।

(তাকিয়া ঠেসান দিয়া জমীদার ধনদাস রায় অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় দক্ষিণ হস্তে একখানি পত্র পাঠ করিতেছিলেন। বামহস্তে আলবোলার নল। সম্মুখে জনৈক কর্ম্মচারী। কিয়দ্দূরে হরিচরণ ও রহিমদ্দী দণ্ডায়মান।)

ধন। এত বড় আস্পর্দ্ধা!—এই দুইব্যাটাকে আমি ভিটে-ছাড়া করব,—জাহান্নমে দেব—তবে আমার নাম ধনদাস রায়। আমার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। আমার সঙ্গে বদ্‌মায়েসী! মার তো ব্যাটাকে পঞ্চাশ জুতো। দেখি কোন্ দাদাঠাকুর—কোন্ বাপ্ ওকে রক্ষা করে!

হরি। কর্ত্তা, আপনি গরীবের মা বাপ। আপনার পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দিন। আমার ছেলে বাঁচবে না; কাল সন্ধ্যেবেলা আমায় ধরে নিয়ে এসেছে, আজও বাড়ী যাইনি।

আমার বাছা বুঝি আর বাঁচবে না। কর্ত্তা আপনার পায়ে পড়ি, আমায় একবার ছেড়ে দিন, আমি সত্য বলছি, একটু দেখেই আবার আসব। একবার ছেড়ে দিন। আপনার পায়ে পড়ি।

(পদধারণোদ্যত)

বরকন্দাজ। দাঁড়া এখানে (ধাক্কা মারিল)।

ধন। কেন?—এখন ডাক তোর দাদাঠাকুরকে।

হরি। একটু জল খাবো। কর্ত্তাবাবু, আমরা আপনার ছাওয়াল, মরে যাবো কর্ত্তাবাবু। তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেল; একটু জল খাবো।

ধন। জন্মের মত খাওয়াচ্ছি। রোস। ব্যাটা জমীদারীতে এসেছেন কিনা! (রহিমদ্দির প্রতি) এই রহিম, বল্ সাক্ষ্যি দিবি কিনা?

রহিম। এজ্ঞে পাপ হবে। মিথ্যে সাক্ষ্যি দিতে পারবো না।

ধন। এঃ ব্যাটা কি ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির রে। পাপ হবে! আমরা মিথ্যে সাক্ষ্যি দিই কি করে?

রহিম। এজ্ঞে আপনাগোর বড়লোকের সয়; আমাগোর সয় না।

ধন। সাক্ষ্যি দিবি নে?

রহিম। খোদা কসম। মাপ করুন।

ধন। পারবি নে?

রহিম। কিছুতেই না।

ধন। এ সব সেই দাদাঠাকুর ব্যাটা শিখিয়েছে। ব্যাটা ভারী পাজি, ভারী বজ্জাৎ।

রহিম। আহা কর্ত্তামশাই, দাদাঠাকুরকে কিছু বলো না। দাদাঠাকুর গরীবের মা বাপ।

ধন। রসো সব ব্যাটাকেই মজা দেখাচ্চি। আগেই এই দাদাঠাকুর—এই বজ্জাত ব্যাটাকে জাহান্নমে দেব।

রহিম। কর্ত্তাবাবু, দাদাঠাকুরকে কিছু বলো না। তার কুচ্ছো শুনে আমার চোখের কোণে পাণি আসচে। আহা এমন দাদাঠাকুর!

ধন। চোপ্ রও। এই দাদাঠাকুর ব্যাটার নাম শুনলেই আমার মাথা খারাপ হোয়ে ওঠে। দেশের জমীদার আমি, আর সব ব্যাটারা গুণ গাইবে দাদাঠাকুরের।

রহিম। তাঁর গুণ গাবো না তো কার গুণ গাবো?

ধন। তবেরে ব্যাটা পাজী! আমার মুখের ওপর এত বড় কথা! রসো মজাটা দেখাচ্ছি। বল্ সাক্ষ্যি দিবি কিনা?

রহিম। মাপ করুন।

ধন। টাকা পাবি।

রহিম। কর্ত্তা মশাই, আমরা গরীব মানুষ; গতর খাটিয়ে খাই। যে রকম করেই হোক্ দিন চলে যায়। যতদিন দুনিয়ায় আছি, দুনিয়ার মালিক যেন এই হালেই রাখে। এই দোয়া কর। আর বেশি কিছুই চাইনে। আপনি বড় লোক আছেন, থাকুন। আমি ধন-দৌলত চাইনে। টাকা ভালো না; বেশী টাকা হলে তার গরম বরদাস্ত করতে পারব না। যদি জানও যায় তবু মিথ্যে সাক্ষ্যি দিতে পারবো না। আরও দাদাঠাকুরের বিপক্ষে! ইয়া আল্লা!

ধন। পারবিনে? তবে দ্যাখ্, জুতিয়ে চামড়া খসিয়ে ফেলব।

রহিম। আপনি মনিব, যা খুসী তাই কত্তে পারো। মিথ্যা সাক্ষ্যি দেবই না।

ধন। এই কে আছো? এই ব্যাটাকে কয়েদ করে রাখবে, আর পঁচিশ জুতো লাগাবে।

রহিম। সেও বি আচ্ছা, মিথ্যে সাক্ষ্যি দিতে পারবো না। খোদার কাছে তো সাফ্ থাকবো।

ধন। আচ্ছা দেখি খোদা রক্ষে করে কিনা!

রহিম। আচ্ছা দেখো।

ধন। (হরিচরণের প্রতি) হরে, বল্ জঙ্গল সাফ্ করে দিবি কিনা? আর চাঁদার টাকা দিবি কিনা?

হরি। উঃ তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেল।

ধন। আঃ যা জিজ্ঞেস করি তার উত্তর দে।

হরি। ছেলের ব্যামো ভালো হোক। দুই বাপ-ব্যাটায় এসে গতর খাটিয়ে আপনার কাজ করে দেব। আমি গরীব, ছা-পোষা মানুষ। চাঁদার টাকা এখন দেব কোত্থেকে?

ধন। আবার বজ্জাতী! রাখ্, তোর বদমায়েসী বার করে দিচ্চি।

হরি। ঠাকুর জানেন, কোনো বজ্জাতী করি নি। বাবু, খামকা আমার ছেলেকে আম্‌য়ায় দেখতে দিলেন না। আমার তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, একটু জল খেতে দিলেন না।

আপনার কি মানুষের প্রাণ? আবার দাদাঠাকুরকে মন্দ বল্‌চেন? সে আর আপনি ঢের তফাৎ।

ধন। তবে রে পাজী, আমার মুখের উপর এত বড় কথা! এই বরকন্দাজ, মারতো ব্যাটাকে জুতো, এখনি মার।

(বরকন্দাজ পাদুকা প্রহার করিতে অগ্রসর হইলে, দাদাঠাকুর প্রবেশ করিয়া ধীরভাবে কাহলেন)

দাদা। খবর্দ্দার! (বরকন্দাজ স্তব্ধ হইল) রায় মশায় একি? এই বৃদ্ধ গরীব বেচারীর উপর অত্যাচার কেন? আমি বুক পেতে দিচ্চি, এ আঘাত আমার বুকে করুন।

ধন। হুঁসিয়ার দাদাঠাকুর, তুমি কোনো কথা কয়োনা। জানো এ জমীদারের কাছারী? বড় শক্ত যায়গা, এখানে তোমার কোনো বুজরুকী খাট্‌বে না।

দাদা। সব যায়গাই সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের। সবাই আমরা তাঁর দাস। তাঁর শাসন সকলকেই মান্‌তে হবে।

ধন। উঃ উনি দেখ্‌ছি ভারী বেড়াল-তপস্বী! তুমি বের হও এখান থেকে! তোমায় দেখ্‌লে আমার মাথা গরম হয়ে ওঠে। তোমার সঙ্গে যে কথা বলি, এই ঢের। ভারী আস্পর্দ্ধা! ভারী আস্পর্দ্ধা! ছোট লোক, যত সব ছোট লোকের সঙ্গে মিশে এখানে এসেছেন বুজরুকী করতে। জানোনা বড় লোকের মেজাজ? টাকার জোরে যা' ইচ্ছে তাই করতে পারি।

দাদা। রায় মশায়, ঐশ্বর্য্যের এত গর্ব্ব! আর সব ছোটো লোক, আর তুমি বড় লোক। কিন্তু জেনো—

গীত।

মিশ্র—দাদ্‌রা।

হবে নামতে ধুলোর তলে।
পথে ঘাটে, রৌদ্রে মাঠে,
সবাই যেথায় চলে।
অহঙ্কারের উচ্চাসনে, বসে বসে আপন মনে,
ভাবছো বুঝি তোমার মত নাইকো ত্রিভুবনে,
(ওতে) নিজেকেই যে ছোটো করে তুলছ প্রতিক্ষণে!
(যিনি) রাজার রাজা, তিনিই বেড়ান
ছোটোবড় সবার দলে।
তাঁরেই শুধু মানী জানি, সবারে যে কর্‌বে মানী;
সে নহে মান, এ বেইমানী ফেরা মানের খোঁজে,
সবার চেয়ে কাঙাল সে যে, সে কিগো তা বোঝে?
মানের গোড়ায় না দিলে ছাই
মান কি মেলে কথার ছলে?

ধন। আরে রাখো, তোমায় আর বক্তিমে কর্‌তে হবে না। তোমার গুণের কথা আমার সব জানা আছে। তুমি এই ছোটলোকগুলোকে নিয়ে একটা দল পাকাচ্ছ। দেশের বড় লোক আমি! আর সব ব্যাটারা পেছনে হাঁটবে ওঁর্। কি তামাসা! দাঁড়াও, তোমাকেও আচ্ছা রকম জব্দ করব। যাও এখান থেকে—ভালোয় ভালোয় বল্‌ছি।

দাদা। হরিচরণ আর রহিমদ্দিকে ছেড়ে দিন।

ধন। তোমার তো বড় সাহস! আমার সামনে দাঁড়িয়ে এখনো জেদ করচ? যাও বলছি।

দাদা। ওদের ছেড়ে দিন।

ধন। এঃ—তোমার কথায় ?

দাদা। ধর্ম্মের আজ্ঞায়।

ধন। যাও এখান থেকে, ওদের কিছুতেই ছাড়বো না। কিছুতেই না।

দাদা। আমিও না নিয়ে যাবো না।

ধন। কি, আমার বাড়ীতে এসে আমার সামনে চোখ রাঙাবে ?

দাদা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো মানব-ধর্ম্ম।

ধন। কি, আমার অন্যায় ? বেয়াকুব, বেল্লিক, পাজী।

দাদা। আমাকে আপনার যা খুসী তাই বলুন, কিন্তু ওদের ছেড়ে দিন। ভেবে দেখুন, এ ঐশ্বর্য্য কি আপনার চিরদিন থাকবে ? একি পরলোকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন ? আজ এই অসহায় দরিদ্রের বুকে যে আঘাত করছেন, এ আঘাত যে তাঁরি বুকে লাগছে। তিনি যে দীনের ভগবান ! এ ক্রন্দন তাঁরি কাছে পৌঁচেছে ! একদিন তাঁর ন্যায়দণ্ডের তলে মাথা নত করতেই হবে। সেই বিশ্বতশ্চক্ষু সবই দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর কাছে সব সমান। তিনি ধনী কি দীন দেখে বিচার করেন না। এখনো ধর্ম্ম আছে, এখনো চন্দ্রসূর্য্য উদিত হচ্ছে, সাবধান ! সাবধান !

গীত।

ইমনকল্যাণ—একতালা।

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড দীপ্ত রুদ্র মূর্ত্তিমান।

ঐ শোনো তাঁর গরজে কম্বু অম্বুধি যথা উচ্ছলে,
প্রলয়-ঝঞ্ঝা ইরম্মদে মৃত্যু-ভীষণ কল্লোলে,
হুঙ্কার শুনি গভীর মন্দ্র, কাঁপিছে তারকা সূর্য্যচন্দ্র,
বিদরে আকাশ, স্তব্ধ বাতাস,
শিহরি উঠিছে জগৎ-প্রাণ।
ভ্রূকুটী কুটিল রক্ত-নেত্রে চিত্রভানু উজ্জ্বলে,
উঠিছে কিরীট গরিমা-দীপ্ত ভেদিয়া সূর্য্যমণ্ডলে।
অগণিত করে ঝলসে কৃপাণ তপ্ত রক্ত করিয়া পান,
বলদর্পিত চরণাঘাতে ত্রিভুবন ভীত কম্পমান,
ত্রিভুবন জুড়ি বিরাট দেহ
ভেবেছ কি আর পালাইবে কেহ?
এখনো চরণে শরণ লহ নতুবা নাহিরে পরিত্রাণ।

ধন। পাজি, যা ইচ্ছে তাই বলছ? এই দরোয়ান, ব্যাটাকে ঘাড় ধরে বের করে দাও। (দরোয়ানের প্রতি) কিরে ব্যাটা দাঁড়িয়ে রইলি যে? বের করে দে।

দরোয়ান। আজ্ঞে মাপ করুন।

ধন। কি আমার হুকুম অগ্রাহ্য! তুমি আজ হোতে বরখাস্ত!

দরোয়ান। যে আজ্ঞে; প্রণাম। (প্রস্থান)

ধন। (বরকন্দাজের প্রতি) এই তুই মার, মারতো হরেকে পঞ্চাশ জুতো; (দাদাঠাকুরের প্রতি) দ্যাখ্ ব্যাটা পাজি দাঁড়িয়ে দেখ্।

দাদা। রায়মশায় এখনো বলছি, ক্ষান্ত হোন। দেখ-

বেন যেন আপনার কোনো অপ্রিয় কার্য্য আমায় করতে না হয়। নিশ্চয় জানবেন, অন্যায় করতে দেবই না।

ধন। মার জুতো, মার দু' ব্যাটাকেই মার।

(বরকন্দাজ অগ্রসর হইল)

দাদা। খবর্দ্দার! থামো। না, এর প্রতীকার করতেই হোল। (দাদাঠাকুর সাঙ্কেতিক শব্দ করিলেন, সেবাব্রত প্রভৃতি যুবকগণ প্রবেশ করিল; দাদাঠাকুর সেবাব্রতের দিকে চাহিয়া কহিলেন) এদের নিয়ে এস।

সেবাব্রত প্রভৃতি হরিচরণ ও রহিমদ্দিকে লইয়া দাদাঠাকুরের সহিত চলিয়া গেলেন।

ধন। এই, এই, কে আছিস ধর্। একি তোরা সব সঙের মত দাঁড়িয়ে রৈলি? কেউ কিছু করতে পারলি নে? আচ্ছা যাক্—এর প্রতিশোধ যদি না নিই তো আমার নাম ধনদাস রায় নয়। (কর্ম্মচারীর প্রতি) এই শোনো—(কর্ম্মচারী শুনিতে পাইল না) ওকি কাঁপ্‌ছে যে! এই শোনো।

কর্ম্ম। এ-এ-এ-হুজুর।

ধন। এখনি ওর নামে এক মকদ্দমা সাজাও। ওকে আমি পথের ভিখিরী করে ছাড়ব।

কর্ম্ম। যে আজ্ঞে।

ধন। রোসো পাজি। (প্রস্থান)

কর্ম্ম। সাবাস্! একটা মানুষ বটে এই দাদাঠাকুর।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—রহিমদ্দীর বাটী। কাল—অপরাহ্ণ।

[রহিমদ্দী উঠানে বসিয়া বেত কাটিতেছিল। তাহার সম্মুখে দুইখানি কাষ্ঠাসনে নিধিরাম ও কেনারাম উপবিষ্ট।]

রহিমদ্দী। এ দেশে আর থাকা হোল না। এত অত্যাচার!

নিধি। দেশ ছেড়েই বা যাব কোথায়? আর বাপ-দাদার বাস্তুভিটে—একি সহজে ছাড়া যায়?

রহিম। না হলে তো এই অত্যাচার সইতে হবে। এই দ্যাখো, আমি মিথ্যা সাক্ষ্যি দিইনি বলে আমায় কয়েদ করে রেখেছে, মেরেছে, বাড়ী লুট করে নিয়েছে। যদি দাদাঠাকুর গিয়ে না পড়তেন, তাহলে সেইদিনই অক্কা পেতে হোত। যদি দাদাঠাকুর মেহেরবাণী করে জুটো চাল না দিতেন, তাহলে এই কয়দিন উপোস করে থাকতে হোত।

নিধি। দেখি ঠাকুর কি করেন।

কেনা। ঠাকুর গরীবের জন্যে কিছু করেন না।

নিধি। ও কথা বলো না ভাই। ওহে, হরিচরণের কি হোল?

রহিম। আহা তা জানো না? বেচারার ছাওয়ালটি মারা গেল, মরবার সময়ে তাকে একটু দেখতেও পেল না। কাছারী থেকে মার খেয়ে এসে এই কথা শুনে বুড়ো আর

বরদাস্ত করতে পারলে না। ভিরমী খেয়ে পড়ল। তারপর দুদিনের জ্বরে মারা গেল।

নিধি। মারা গেল! আহা তবে তার আর কেউ নেই। একেবারে বাড়ী শূন্য?

রহিম। আছে তার ছাওয়ালের বৌ। সে এখন দাদা-ঠাকুরের বাড়ীতে আছে। পোড়াকপালে মানুষগুলো তাতেও কাণাকাণি করে। দাদাঠাকুর দয়া করে আশ্রয় না দিলে বৌটীর কি দশাই হোত। দাদাঠাকুরের মত এমন মানুষ কি আর হয়!

কেনা। তুমি বল কি—দাদাঠাকুর কি মানুষ? সে যে দেবতা। তিনিও নাকি বড় বিপদে পড়েছেন।

নিধি। কি বিপদ?

রহিম। জমিদার তাঁর নামে মিথ্যে মকদ্দমা করেছে। বোধ হয় তাঁর জেল হোতে ও পারে।

নিধি। তাঁর আর আছে কে?

রহিম। আছে তাঁর ঠাকরুণ আর একটী ভায়ের মেয়ে। কোনো সন্তান-টন্তান নেই।

নিধি। টাকাকড়ি আছে কেমন?

রহিম। খুব ভালো অবস্থা ছিল। কিন্তু জমিদার ব্যাটা তাঁর নামে জাল দলিল তৈরি করে মিথ্যা মকদ্দমায় ডিক্রী করে তাঁকে এখন ভিখিরী করেছে। এদিকে তো আবার দান করে ফতুর।

কেনা। আহা এমন মানুষেরও এমন দশা হয়!

রহিম। ঐ বুঝি দাদাঠাকুর আস্‌ছেন। এত যে দুঃখ কষ্ট, তবু গান গেয়ে তেমনি আগের মতন আমোদ করে বেড়াচ্ছেন।

(গাহিতে গাহিতে দাদাঠাকুরের প্রবেশ)

গীত।

(ওমা) তুই মা আঁধার ঘরের আলো।
যেমন থাকি তেমন থাকি তোরেই বাসি ভালো।
আকাশ যখন ছেয়ে আসে কালো কাজল মেঘে,
ঝঞ্ঝা যখন আসে ধেয়ে রুদ্র ভীষণ বেগে,
কুঁড়ে যখন যায় গো পুড়ে বাজের আগুন লেগে,
সেই ভয়ের রাতে ও জননি তুমিই কোলে তোলো।
(যখন) ঘিরে আসে দৈন্য লজ্জা দুঃখ খরতর,
সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে আপন যে হয় পর,
সেই শূন্য ঘরে ও জননি তুমিই প্রদীপ জ্বালো॥

(সকলে দাদাঠাকুরকে প্রণাম করিল)

রহিম। আসুন দাদাঠাকুর। কাঙালের বাড়ীতে মেহের-বাণী করে এসেছেন।

দাদা। ও কথা বলিস্‌নে। ও রকম করলে আমি চলে যাব। তোরা যে আমার আপনার জন। আমার সঙ্গে এতটা সামাজিকতা করতে হবে না। ঈশ্বর এই বুঝে তোদের সঙ্গে আমাকে এখন একেবারে সমান করে দিয়েছেন—যা একটু তফাৎ ছিল, তা এখন আর নেই। দয়া করে আমায় ভিখিরী করেছেন! বেশ করেছেন! বেশ করেছেন!

গীত।

যখন আমার নাই গো কিছু ভাববো তখন তুমি আছ ;
যখন সকল আস্‌বে ফিরে বুঝব তুমি ছেড়ে গেছ।
সব-হারাদের তুমিই সকল, শূন্য ঘরেই তোমার দখল
যারা তোমায় চায় গো কেবল তুমি তাদের সকল নেছ।
ভিক্ষা করে মানুষ বাঁচে, যাব না মানুষের কাছে
তার আবার কি অভাব আছে তুমি যারে ভিক্ষা দেছ?

রহিম। আবার আপনার সব হবে।

দাদা। কি হবে? কি ছিল? কি গ্যাছে? বলিস্ কিরে? ঠাকুর আমায় ক্রমে তাঁর বেশী আপন করে নিচ্ছেন। টাকা থাকলে পাছে তাঁকে ভুলে থাকি, তাই টাকা কড়ি সব নিয়েছেন। আমি সব হারিয়ে আমার সব পাব। ওরে তাঁর বড় দয়া! যাক্ সে কথা। ধর্ এখন এই আট আনার পয়সা নে।

রহিম। না, না, আমার আছে ;—ও আমি নেব কি জন্যে?

দাদা। আরে ব্যাটা নে। ঘরে যে চাল নেই তা জানি।

রহিম। দাদাঠাকুর, তুমি যখন ভরা-গলায় "রহিম" বলে ডাকো তখনি দুঃখ কষ্ট সব ভুলে যাই। টাকায় কাজ কি?

দাদা। আরে ধর্ নে।

রহিম। দাদাঠাকুর, আজকাল যে তোমার কিছুই নেই,—তবু তুমি এখনো আমাদের দিচ্চ?

দাদা। আমার কিছু নেই তোকে কে বল্লে? ওরে ভগবানের রাজ্যে কি কিছুর অভাব আছে? ওরে তাঁর ভাণ্ডার যে অনন্ত—আমি আর কতটুকু নেব?

গীত।

রাজার ছেলে কাঙাল হয়ে ঘুর্‌বি কোথায় কাহার দ্বারে ?
কতটুকু পার্‌বি নিতে ? কতই আছে এ ভাণ্ডারে।
আছে কান্না আছে হাসি
আছে সুখদুঃখরাশি
এই প্রকৃতি হবে দাসী চিনিস্‌ যদি আপনারে।
রতনের সেরা রতন
পেয়ে বুঝি পেলিনে মন
পেলে সে অমূল্য ধন ঘুচত অভাব একেবারে।
থাকিস্‌নে আর আঁখি বুজে
মরিস্‌নে আর মিছা খুঁজে
বাইরে আলো থাক্‌লে কি হয়, মুদলে আঁখি অন্ধকারে।
দেওয়া হলেই হয় না পাওয়া
তাইতো পেয়েও রয় গো চাওয়া
দুয়ার দিয়ে রইলে ঘরে মলয় হাওয়া লাগে নারে॥

রহিম। তা হলে' আর অভাব কি ? আমাকেও তিনি দেবেন। না দাদাঠাকুর, আমি কিছুই নেবনা। তিনিই দেবেন।

দাদা। এও তো তিনিই দিচ্চেন। এ কি আমি দিচ্চি ? আমি কে ? আমি কি কিছু দিতে পারি ? কার দ্রব্য কারে দেব ?

রহিম। না দাদাঠাকুর, আমি কিছুই নেব না। আহা কি মিষ্টি কথা শুন্‌লুম—"তাঁর রাজ্যে অভাব নেই, তিনিই দেবেন"। না দাদাঠাকুর আপনকার পায়ে পড়ি আমি কিছুই নেব না।

দাদা। রহিম, রহিম, এমন প্রাণ তোর? তুই যে আমার চেয়ে অনেক বড়। আয় একবার তোকে বুকে করি।

(আলিঙ্গন)

রহিম। দাদাঠাকুর, দাদাঠাকুর, আমার দাদাঠাকুর! কেনারাম, ভাই, দ্যাখো—দ্যাখো—কেমন দাদাঠাকুর।

কেনা। ঠিক্ যা শুনেছিলাম তাই। এমন মানুষ তো আর দেখিনি। এ যে দেবতা!

দাদা। কেরে তুই ব্যাটা? মার খাবি, মার খাবি। এঃ বক্তিমি কচ্চে (স্নেহে কিল মারিলেন) কেমন দেবতা? আর দেব্‌তা বল্‌বি?

নিধি। ওরে কেনারাম, পায়ে পড়, পায়ে পড়। তোর বরাত ভালো। দাদাঠাকুরের কিল খেয়েছিস্। পায়ে পড়।

(নিধিরাম, কেনারাম ও রহিমদ্দী দাদাঠাকুরের চরণে প্রণত হইল। দাদাঠাকুর তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া গাহিলেন)

গীত।

আমায় পাগল করে' দে।
থলি ঝুলি কর্‌ব উজাড় সবাই লুটে নে।
কি বাতাসে উঠ্‌ছে যে ঢেউ লাগ্‌ছে বুকে এসে
হাল ছেড়েছি যাক্‌না নিয়ে যাবই চলে ভেসে;
একেবারে যাব মেতে হেসে গেয়ে কেঁদে।
জোয়ার যখন আসে জোরে স্রোত যখন ছোটে
ঝড়ের বাতাস মেতে উঠে আকাশ যখন লোটে
তখন তারে কোন্ বাঁধনে রাখ্‌তে পারে বেঁধে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—বাপীতীর। কাল—পূর্ণিমা রাত্রি।

(লক্ষ্মী গাহিতেছিল)

গীত।

তুমি যদি বুকে, থাকো সুখে দুখে
সেই সুখে, দুখে সুখে র'ব আমি ;
সুখের বেদনা উঠিবে শিহরি
তোমারে চাহিয়া দিবস-যামী।
তোমারি মোহন স্নিগ্ধ দৃষ্টি
করিবে জীবনে অমিয় বৃষ্টি
নূতন রাজ্য করিতে সৃষ্টি
স্বরগ আসিবে মরতে নামি ;
প্রেম-সাগর-সোহাগে মথিয়া
হৃদয়-পাত্র-পূর্ণ করিয়া
নন্দন-সুধা রাখিব ধরিয়া
অধরে তোমারি দিবস-যামী।
দেহে প্রাণে মনে জীবনে মরণে
শয়নে স্বপনে কিবা জাগরণে
শ্রবণে মরণে নয়নে বচনে
হয়ে' র'ব তব চির-অনুগামী।

(নিবেদিতা আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার চক্ষু চাপিয়া ধরিল)

লক্ষ্মী। আঃ এমন সময়ে বাধা দিলে !

নিবে। কি লো, আজ যে খুব গাওয়া হচ্ছে—বড় আনন্দ দেখা যাচ্ছে !

লক্ষ্মী। কেন, কাঁদব কোন্ দুঃখে ?

নিবে। হাস্‌বেই বা কোন্ সুখে ?

লক্ষ্মী। ঐ দেখ সবাই হাস্‌চে। ঐ চাঁদ কেমন হাস্‌চে ; লতা কেমন দুল্‌চে ; ঐ পুকুরের জল কেমন চল্‌চল্ করছে ; পদ্মের কলিগুলো শিউরে উঠছে। এমন সময়ে কেবল আমিই বা কোন্ দুঃখে কাঁদ্‌ব ?

নিবে। আ গেল, বিধবা হয়েছ, স্বামীর জন্যে একটু কাঁদ—তা তো নয়, মেয়েটার কেবল হাসি আর গান ! এ কেমন অনাসৃষ্টি কথা !

লক্ষ্মী। বালাই, পতিহারা হব কেন ? আজ যে এই জ্যোৎস্নারাতে আমি অভিসারে এসেছি। ঐ দেখ তিনি চাঁদে থেকে উঁকি দিচ্ছেন ; পুকুরের জলে ঢেউ হোয়ে খেলা করছেন ; ফুল হয়ে হাস্‌ছেন। তিনি বাতাস হোয়ে আমায় স্পর্শ করছেন। আবার প্রাণে স্থির হোয়ে বসে আছেন। আমি যে আজ এই বিশ্বময় কেবল তাঁকেই দেখছি। এক তিনি আজ লক্ষ "তিনি" হয়েছেন।

নিবে। তোমার শিক্ষা সার্থক হয়েছে। আচ্ছা, বিধবা হয়েছ বলে কি তোমার প্রাণে কোনই দুঃখ নেই ?

লক্ষ্মী। দুঃখ ? দুঃখ কারে বল ? স্বামী মরলে স্ত্রীর প্রাণে যা হয় তার কথা বল্‌ছ ? না, আমার দুঃখ হয় নি। আমার প্রাণে যা হয়েছিল, তা যে কি, তা যে কেমন, তা বল্‌তে পারি না। তাকে দুঃখ বল্‌লে কিছুই বলা হোল না। দুঃখের চেয়ে সে অনেক বেশী। উঃ—। [illegible] মুছন।

নিবে। এ কি তুমি কাঁদছ? এ কথা জিজ্ঞেস্ করে তোমার প্রাণে ব্যথা দিয়েছি। থাক্ আর ও কথা তুলে কাজ নেই।

লক্ষ্মী। আর আমার দুঃখ নেই! দাদাঠাকুরের সান্ত্ব-নায় আমার প্রাণ জুড়িয়েছে। ঈশ্বরের যা ইচ্ছে, তাই তিনি করেছেন; আমি তার জন্যে শোক করবার কে? আমি আমার স্বামীকে যতটুকু ভালবাসি, তার চেয়ে ভগবান্ ভাল বাসেন অনেক বেশী। আরো দ্যাখো, জীবিত থাকলে হয়তো তাঁর সঙ্গে কত ঝগড়া হোত, বিচ্ছেদ হোত; কিন্তু এখন আর কলহ নেই, বিচ্ছেদ নেই, কেবল মিলন—কেবল সোহাগ। দুঃখের কথা বলছ? কি দুঃখ আমার? দাদা-ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে আমার নতুন জীবন লাভ হয়েছে। এখন আমি যখন রোগীর সেবা করি, তখন ভাবি এরাই আমার সন্তান; যখন দেবসেবা করি তখন মনে হয়, আমি তাঁকেই সেবা করছি। বাপ ছিল না, বাপ পেয়েছি; মা ছিল না, মা পেয়েছি; বোন ছিল না বোন পেয়েছি। আর কি দুঃখ আমার?

নিবে। ধন্য তুমি, তোমার শিক্ষা সার্থক হয়েছে। লক্ষ্মী, তুমি একটা গান গাও। তোমার গান শুনতে আমার বড় ভাল লাগে।

লক্ষ্মী গাহিল—

গীত।

বুঝি এত প্রেম নারিবে সহিতে,
তাই অলখিতে গোপনে সহি;

আকুল আবেগ ধরিতে নারিবে,
তাই তো নীরবে মরমে বহি।
শুধু আসি যাই, কাঁদি হাসি তাই
মরমের কথা মরমে লুকাই ;
জানি জানি আমি তোমারেই চাই
তবু তো তোমার কাঙাল নহি।
মাধবী সমীর হাহাকার সনে,
তুমি বয়ে যাও আপনার মনে—
শিহরি পরাণ উঠে যেই ক্ষণে
মধুর আবেশে বিভোর রহি।

নিবে। তোমার সুরে যেন ব্যথা মাখা। ও কি তোমার চোখে জল ?

লক্ষ্মী। ও কেমন আমার চোখের দোষ।

নিবে। লক্ষ্মী দিদি, তোমার হিতোপদেশ এখনো সারা হয়নি ? জ্যাঠামহাশয় বলেছেন আমাকে আর কিছুদিন পরেই বেদান্তদর্শন পড়াবেন।

লক্ষ্মী। আমি ভাই নমঃশূদ্রের মেয়ে, অত পড়াশুনো করতে পারি নে। আমার এই চরকা ঘোরাণো আর রোগীর সেবাই ভাল লাগে।

নিবে। আমি কেবল পড়তে আর মেয়েদের পড়াতে ভালবাসি। আমি কেবল এই-ই করব।

লক্ষ্মী। এ আর কদিন চলবে ? এই কুস্তি করা, মুগুর

ভাঁজা, আর মেয়েদের পড়ানো কদ্দিন চলবে? বিয়ে হলেতো আর পারবে না?—তখন ঘরকন্না করতে হবে।

নিবে। আমি বিয়ে করব না।

লক্ষ্মী। তা কি হয়?

নিবে। কেন হবে না? আমি ব্রহ্মচারিণী হব।

লক্ষ্মী। সে কি কথা? দাদাঠাকুর বলেন, বিয়ে করে সংসারধর্ম্ম করাই ভাল।

নিবে। তা ভাল; কিন্তু তিনি আরও বলেন যে, কতকগুলি পুরুষ আর কতকগুলি মেয়ে অবিবাহিত থাকা ভাল। তারা কেবল জগতের কাজ করবে। সবাই কেবল এক রকম জীবন যাপন করবে, এ কেমন কথা?

লক্ষ্মী। কিন্তু মনে রেখো তুমি নারী,—শেষ পর্য্যন্ত একথা রাখতে পারলে হয়।

নিবে। হোক্ নারী; কিন্তু ভাই নারীজাতির ভিতরেই গার্গী, সুলভা প্রভৃতি নারী জন্মেছিলেন।

লক্ষ্মী। আবার সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীও জন্মেছিলেন। গার্গী সুলভার চেয়ে তাঁরাও কম নন।

নিবে। হাঁ কম নন বটে; তবে এ দুরকমেরি প্রয়োজন আছে। সীতা সাবিত্রী—সীতা সাবিত্রীরই মত। গার্গী সুলভা আবার গার্গী ও সুলভারই মতো।

লক্ষ্মী। তোমার সঙ্গে তর্ক করা মুস্কিল। ও কি! ও কে?

(গাহিতে গাহিতে পাগলিনীর প্রবেশ)

বাউলের সুর।

কেন মোর এমন হোল শুকনো আঁখি পাষাণ মন !
কাঁদতে নারি পরাণ খুলে বুকের মাঝে কি বাঁধন।
(বুক ফেটে যায়—যেন পাথর-চাপা গো !)
বুক ফেটে যায় সইতে নারি, কান্না আসে নাই কাঁদন !
কালো মেঘ ছায়ার মতন জুড়ে হৃদয়খানি
নাই গরজন, নাই বরষণ, নাইরে দামিনী
চমকি আপন অন্ধকারে মুদি যদি দু'নয়ন।
অধরের কোণে হাসি উঠে ভয়ে থেমে যায়
শ্বাসের তাপে আপনি পুড়ি জগৎ পোড়ে হায় !
সবাই যখন হাসে খেলে, মলিন হয়ে যায় বদন ;
নিরালা ঘরের মাঝে বসি যখন একা,
আশে-পাশে কারা যেন দেয় আসি দেখা ;
ভাব-ভাষাহীন শুষ্ক দৃষ্টি স্থির অনিমেষ-লোচন।
নিজের পানে চেয়ে আমি নিজেই শিউরে উঠি
নিজের নিকট থেকে যে চাই করতে নিজে পলায়ন।

নিবে। (পাগলিনীর প্রতি) তুমি কে গা ?

পাগ। আমি—আমি—হাঃ হাঃ হাঃ (বিকট হাসি)

নিবে। তুমি কোথায় থাকো ?

পাগ। যেখানে যখন থাকি।

নিবে। এখন কোথা থেকে এলে ?

পাগ। ঐ পুকুরের জলে ডুব দিয়েছিলুম।

নিবে। কেন ?

পাগ। জ্বালায়। বড় জ্বালা গো—বড় জ্বালা, মরতে গেলুম, ডুবে মরতে গেলুম পারলুম না। ভয় হোল, মরতে ভয় হোল। ওঃ! সে কি ভয়! বড় ভয়! বড় ভয়! (কম্পন)

নিবে। কেন, ডুবে মরবে কেন?

পাগ। মরব না? মরব না? বড় জ্বালা গো বড় জ্বালা। সইতে পারি নে।

নিবে। কিসের জ্বালা? তোমার কি কোন ব্যারাম আছে?

পাগ। জানি নে ত; বুঝি নে। কিন্তু বড় জ্বালা এ জ্বালা উপরের নয়—ভিতরের। উঃ পুড়ে গেল! পুড়ে গেল।

নিবে। তোমার কি জ্বালা বল মা। পারি তো জুড়িয়ে দেব।

পাগ। শুনবে? তবে বল্‌ব? হাঁ বল্‌ব, তোমার কাছে বল্‌ব। তোমার কথা বড় মিষ্টি। এমন মিষ্টি কথা তো আর কোথাও শুনিনি। বলব—তোমার কাছে বল্‌ব।

নিবে। বল মা।

পাগ। আমায় তাড়িয়ে দেবে না? ঘেন্না করবে না?

নিবে। কেন মা, ঘেন্না করব কেন? জগতে কেউ ঘৃণার পাত্র নয়।

পাগ। আহা জুড়োলো! একটু জুড়োলো! তবে বল্‌ব? তা বললে এই জ্যোৎস্না নিবে যাবে, এখুনি আঁধার হবে, মেঘ করবে, বাজ পড়বে। উঃ কি ভীষণ! কি ভয়ানক! বলব? তবে বলব।

নিবে। বল মা, কিছু ভয় নেই।

পাগ। তবে শোনো। এক যে ছিল কুলীন বামুনের মেয়ে, তার সোয়ামির ছিল আঠারোটা বিয়ে। অনেক বছর কেটে গেল সোয়ামীর সাথে দেখা নেই। মেয়ের বাড়ীর কাছে ছিল এক যাত্রের দলের ছেলে। সে জাতিতে নমঃশূদ্র। মেয়ে তার সঙ্গে চলে গেল কাশীতে। কিছুদিন পরে অভাগিনীর এক ছেলে হোল। যাত্রার দলের ছেলেটা ছিল ভারী মাতাল, টাকা না পেলে মেয়েটাকে মারত, তার গয়না কেড়ে নিত। দু'দিন পরে সে মেয়েটাকে ছেড়ে গেল। তখন মেয়েটা অনুপায় হয়ে এক ভদ্দর লোকের কাছে ছেলেটাকে বিক্রী করলে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। শেষে মেয়েটা পথের ভিখিরী হো'ল। তার ব্যামো হোল। কব্‌রেজ ডাক্তারে চিকিৎসা করলে না। শেষটা পাগল হোয়ে গেল। কয়েক দিন পাগলা গারদে থেকে সেখান থেকে পালিয়ে এল। শুনলে তো? রূপকথাটা শুনলে তো? এখন তার প্রাণে আগুণ জ্বলচে—উঃ পুড়ে গেল! পুড়ে গেল।

নিবে। দয়াময়কে ডাকো। সব জ্বালা জুড়োবে।

পাগ। ডাকতে পারি নে। ভয় করে, লজ্জা করে, মা, লজ্জা করে। আমি কি তাঁকে ডাকতে পারি।

নিবে। কেন পারবে না? তিনি যে পতিতের বন্ধু, পতিতের প্রতিই তাঁর বেশী দয়া। তোমার চোখের জলে সব পাপ ধুয়ে গেছে। এখন একমনে তাঁকে ডাকো।

পাগ। ধুয়ে গেছে? সত্যি?

নিবে। হাঁ।

পাগ। আহা, কে মা তুমি আমার বুক জুড়োলে! মা, তুই আমার মা হবি? আমি তোর কোলে থাকব।

নিবে। তুমি আমাদের বাড়ীতে চল।

পাগ। না না, তা যাবো না। কারও বাড়ীতে যাবো না। আমি পাগলী, আমি ডাইনী,—তবে যাই; যাই মা—এখন যাই। আর একদিন আসব, তোমার কাছে এসে জুড়োব।

(দ্রুত প্রস্থান)

নিবে। হায় অভাগিনী! চল দিদি আমরাও বাড়ী যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয় দৃশ্য।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—অরণ্য। কাল—রাত্রি।

রাস। ও বাবা, কি ঘুটঘুটে অন্ধকার! কোলের মানুষটা দেখ্বার জো নাই। জামাই, ভাগ্নে, শ্যালক আর পুষ্যিপুত্তুর যার সংসারে থাকে তার ভিটেয় ঘুঘু চর্বেই। ধনদাস রায়ের ঘাড়ে দুজন চেপেছি—শালা আর পুষ্যিপুত্তুর। একের ধাক্কা সাম্লানো দায়, তাতে আবার দুজন। আর যায় কোথা? কুলভূষণটা বড় গোঁয়ার, ওকে দিয়েই কাজ হাসিল করতে হবে। ব্যাটাকে অনেক চেষ্টা করে মদ ধরিয়েছি। আগে ওকে দিয়েই রায়মশাইকে পথ থেকে সরাতে হবে। তার পর কুলভূষণের দফা রফা করব। একবার দেখাব যে শালাবাবুর বুদ্ধির দৌড় কত!

ও কে আস্ছে না? হাঁ—তাই তো, ঐ যে কুলভূষণই বুঝি।

(কুলভূষণের প্রবেশ)

কুল। কে—মামা?

রাস। এস বাবাজী। আমি ভাবনায় পড়েছিলুম।

কুল। এখানে আস্তে বলেছিলে কেন?

রাস। তোমার কাছে অনেক দিন থেকেই একটা কথা বল্ব বলে ভেবেছি। ফুরসৎ পাই নি।

কুল। বল।

রাস। কথাটা বড়ই গোপনীয়। সাবধান—

কুল। মামা, তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর ?

রাস। না না, অবিশ্বাস করি নে—তবে কিনা ছেলে মানুষ। দ্যাখো কুলভূষণ, তোমায় আমায় ছেলেবেলা থেকেই বড় ভাব ; তার পর সম্পর্ক তো একটা আছেই।

কুল। তা বৈ কি। যাক্ কথাটা বল।

রাস। হাঁ বল্‌ব; যা বল্‌ব তাতে তোমারও ভাল, আমারও ভাল।

কুল। যাক্ কথাটা বল।

রাস। হাঁ বল্‌ছি ;—বল্‌ছি যে তোমারও রাজ্যিপাট উঠ্‌লো, আমারও রাজ্যিপাট উঠ্‌লো।

কুল। কি রকম ?

রাস। এখন আগে থেকেই এর একটা উপায় করা উচিত।

কুল। কি উপায় ?

রাস। আমি একটা ভেবে রেখেছি।

কুল। কি ?

রাস। বল্‌ব ?

কুল। বল।

রাস। সাবধান, যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তা হোলে বিপদ হবে।

কুল। মামা, তুমি আমায় অবিশ্বাস কর ?

রাস। না না, অবিশ্বাস করি নে, তবে কিনা ছেলে মানুষ।

কুল। যাক্ কথাটা বল।

রাস। বিয়ে হবার আগেই রায়মশাইকে পথ থেকে সরাতে হবে; তা হোলে সব সম্পত্তি তোমার আর আমার।

কুল। পথ থেকে সরাতে হবে কি রকম?

রাস। তবে শোনো। (কানে কানে কহিল)

কুল। অঁ্যা বল কি! সর্ব্বনেশে কথা! ও বাবা!

রাস। বুঝ্‌লে না? এই সোজা কথাটা বুঝ্‌লে না—সাধে কি বলি ছেলেমানুষ!

কুল। যাক্ কথাটা বল।

রাস। রায়মশাই আবার বিয়ে করবেন, শুনেছো?

কুল। দাদাঠাকুর মেয়ে দিতে স্বীকার করেন নি।

রাস। আরে তুমি একেবারেই ছেলেমানুষ। সে মেয়ে ছাড়া কি আর মেয়ে নেই।

কুল। তা আছে বৈকি।

রাস। তবে আর কি? বিয়ে একটা কর্‌বেই; বুঝ্‌লে—বিয়ে একটা কর্‌বেই। এখন ধর, আমারও বোন মারা গেছে, তখন আর রায়মশায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? যদি এ পক্ষে ছেলে পিলে হয়, তোমাকেও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবে। আর যে বিমাতা হবে, সে তোমাকে বিষের মত দেখবে। বুঝ্‌লে?

কুল। ঠিক্ বলেছ মামা। আমিও এ কথাটা অনেক দিন থেকেই ভাবছি। এঃ—তোমার মনের সঙ্গে যে ঠিক্‌ঠাক মিলে যাচ্ছে।

রাস। কেন, পিতৃহত্যা-পাতকের ভয় কর নাকি?

কুল। আঃ, বাপ্ কোন্ ব্যাটা। পুষ্যিপুত্তুরের আবার বাপ্!

রাস। তবে আর কি?

কুল। যদি কেউ জান্‌তে পারে?

রাস। কেউ জান্‌বে না।

কুল। কি রকম করে?

রাস। খাবারের সঙ্গে (কানে-কানে)

কুল। আমার যে শুনেই গা কাঁপে।

রাস। কুছ্ পরোয়া নেই।

কুল। আচ্ছা দেখা যাক্।

(অন্তরালে পাগলিনীর বিকট হাস্য—হাঃ হাঃ হাঃ)

রাস। ও কে?

কুল। ও বাবা—ভূত বুঝি!

রাস। দাঁড়াও, দেখি।

(পাগলিনীর প্রবেশ)

কুল। ও বাবা—ও কে? এই—এই—কে তুমি?

রাস। কে তুমি?

পাগলিনী। আমায় চিন্‌বে না। আমি কেবল আমায় চিনি।

কুল। এ আঁধারে বসে এখানে কি করছ?

পাগলিনী। তোমরাও যা করছ আমিও তাই করছি। বাইরে তো অন্ধকার নেই। অন্ধকার যে ভিতরে। ও বাবা

—বড় অন্ধকার! ভিতরের আঁধার বড় আঁধার! সেখানে ঝড় হচ্ছে, বাজ পড়ছে, ভূতপ্রেত দানবদৈত্যি কত ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড় ভয় করে! বড় ভয় করে!

রাস। বেটী বলে কি?

কুল। দেখ্‌ছো না পাগল?

পাগলিনী। পাগল হোতে পারি কৈ? তা যে পারি নে। মনে পড়ে—নিজের কথা মনে পড়ে, আর পাগল হোতে পারি নে। হবি, তোরাও আমার মতো পাগল হবি। ও বাবা—বড় আঁধার, বড় ভয় করে।

কুল। চল মামা, পাগলীর কাছে থেকে কি হবে?

রাস। চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

পাগলিনী। কোথায় যাবি? ভিতরের আঁধার যে সাথে সাথে থাকবে। হাঃ হাঃ হাঃ শুনেছি, সব বুঝেছি। বিষ দেবে, ও বাবা—বিষ খাওয়াবে! এরা তো বিষ খেয়েই আছে। আমায় বিষ কেন দেয় না? আমি তো বিষ খেতে পারলুম না? যাই—যাই—বিষ দেবে। হাঃ হাঃ হাঃ!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—দাদাঠাকুরের বাটী। কাল—অপরাহ্ণ।

সত্যবতী। নাঃ আর ওঁর সঙ্গে পেরে উঠছি নে। এই তো বেলা গেল, এখনো বাড়ী-মুখো হচ্ছেন না। সারাদিন না

খেয়ে না নেয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন। এই বয়সে এমন করে খাটলে আর শরীর কদিন টিঁক্‌বে? হয়তো ভাত খেয়ে বসেছেন, এমন সময়ে খবর এলো অমুকের কলেরা হয়েছে, অমনি দে ছুট্‌!

(লক্ষ্মীমণির প্রবেশ)

এই যে লক্ষ্মী,—কি মা, কোথায় গিয়েছিলে?

লক্ষ্মী। কেলে ডোমের বাড়ী গেছিলুম। তার মেয়ের বড় জ্বর হয়েছে।

সত্য। তা বেশ করেছো বাছা। এখনো যে কিছু খেলে না!

লক্ষ্মী। বাবা এখনো ফেরেন নি বুঝি?

সত্য। না, আহা ক্ষিধেয় যে তোর মুখ শুকিয়ে গেছে।

লক্ষ্মী। আমরা গরীবের মেয়ে, ক্ষিধেয় আমাদের কষ্ট হয় না।

সত্য। তা বুঝেছি।

লক্ষ্মী। মাগো, একটা কথা—

সত্য। কি মা?

লক্ষ্মী। অনেক দিন বল্‌ব-বল্‌ব ভেবেছি, কিন্তু বলা হয় নি। আজ বলব।

সত্য। বল।

লক্ষ্মী। আমি আর তোমাদের কাছে থাকব না।

সত্য। কেন?

লক্ষ্মী। আমি পোড়াকপালী, আমার তিনকুলে কেউ নেই, বাবা দয়া করে আশ্রয় দিয়েছেন ; তোমার যত্নে—

সত্য। আঃ রাখ রাখ তোমার বক্তিমি রাখ, ও সব কথা বললে মার খাবে। এক রত্তি মেয়ে, টুলো ভট্চাজ্যির মত বক্তিমি করছে ! নাও নাও তোমার ছোট মুখে বড় কথা আমার আর শুন্‌তে ইচ্ছে হয় না, এখন কি বলবে তাই বল।

লক্ষ্মী। আমার জন্য লোকে কানাকানি করে ; বাবাকে মন্দ বলে।

সত্য। ওমা, লোকে আবার কি বলবে ? তুমি তো আমাদের হেঁসেলে যাওনি।

লক্ষ্মী। লোকে যা বলে সে বড় মন্দ কথা। আমার জন্য এমন দেবতার মত মানুষ, তাঁর নিন্দা হবে !

সত্য। আ গেল, ও নিন্দে অমন হোয়েই থাকে। ও যারা বলছে, তারা ত জানে যে মিছে কথা বলছে। এ নিন্দে চিরদিন থাকবে না। ও কি ! আবার কাঁদতে আরম্ভ করলে ! কোথাকার বোকা মেয়ে ! দ্যাখ অমন করবে তো ভারি মার খাবে।

লক্ষ্মী। মাগো—(আবার কাঁদিয়া উঠিল)

সত্য। ওকি, আবার কান্না ! তবে কাঁদ বসে। থাক্ আজ আর আমি খাবো না, নাইবো না, কিছু করব না ; কেবল বসে কাঁদব।

লক্ষ্মী। না আর কাঁদব না।

সত্য। ছিঃ মা অমন করে কি কাঁদতে আছে ? তোমার

কান্না কি সইতে পারি? তুমি কি আমাদের বোঝা? মাগো—আয় আমার কাছে আয়। বলুক লোকে, তাদের যা ইচ্ছে। তোকে কি ফেলে দিতে পারি? আমি যে মা, তুই যে আমার মেয়ে; আয় আমার বুকে আয়।

(বক্ষে ধারণ, উভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন)

(নিবেদিতার প্রবেশ)

নিবে। লক্ষ্মী দিদি, তুমি এখানে? আমি যে তোমায় খুঁজে খুঁজে হয়রাণ!

সত্য। মা নিবেদিতা, তুমি আর লক্ষ্মী এখনো তো কিছু খেলে না! কি দেব বাছা, ঘরে যে কিছুই নেই।

নিবে। আমি আজ কিছু খাবো না—

লক্ষ্মী। আমিও খাবো না।

সত্য। বুঝেছি! এ "খাবোনা"র অর্থ ঘরে চাল নেই। আমার এ দুঃখে আর কোনো দুঃখ নেই, কেবল তোমাদের মুখ যখন শুকনো দেখি তখনি প্রাণ কেঁদে ওঠে। আমি যে মেয়ে মানুষ! তিনি সইতে পারেন, তিনি দেবতা। আমি যে মুর্খ মেয়ে মানুষ!

নিবে। মা, তুমি এজন্য দুঃখ কর কেন?

সত্য। দুঃখ হয় বৈকি। যখন বাড়ীর 'পড়ো' ছেলেরা খেতে না পেয়ে ফিরে গেল;—যখন পাড়ার ছেলেরা মা মা বলে কাছে এসে খেতে চায়, তখন তাদের হাতে কিছু দিতে পারি নে। যখন অতিথি এসে ফিরে যায়, তখন আমার প্রাণ কেঁদে উঠে। হা ঠাকুর! আমার এমন সোনার সংসার—

লক্ষ্মী। আমরাই তোমাদের এই কষ্টের মূল।

নিবে। দিদি, অমন কথা বললে ভাব্‌বো তুমি আমাদের পর ভাবো।

লক্ষ্মী। আমায় ক্ষমা কর। আর বলব না।

(গাহিতে গাহিতে বালকগণের প্রবেশ)

বাঁরোয়া—একতালা।

সারা রাত ঘুমিয়ে কেটে সকাল বেলায় উঠি—
হঠাৎ দেখি আজ আমাদের হয়ে গেছে ছুটি
মোদের, হয়ে গেছে ছুটি।
সারা জগৎ মোদের সনে খেলতে এসেছে
কোন্ সুদূরের সাগর পারের খবর এনেছে—
কোথায় বাঁশী বেজেছে
কোথায় সাড়া পড়েছে
ভোরের আলো তাই দেখে ভাই হেসে কুটিকুটি।
হোল হেসে কুটিকুটি।
লুট করে আজ নেব আকাশ সবাই মুঠি-মুঠি
হাসি-গানের ঝড় বহায়ে নেব জগৎ লুটি
মোরা নেব জগৎ লুটি।

সত্য। ঐ যে ছেলেরা আসচে।

সকলে। মা, মা, ওমা (ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া)

সত্য। কি বাছা?

১ম বালক। খেতে দে মা।

৩য় বালক। যা ইচ্ছে তাই দে। মাঠে গোরু চরাতে গিয়েছিলুম, বড় ক্ষিধে পেয়েছে।

সত্য। হা ঠাকুর! (চক্ষু মুছিলেন)

৩য় বালক। ওকি মা, তুই কাঁদ্‌ছিস?

সত্য। না—বাছা, ও কিছু নয়।

২য় বালক। তুই কাঁদিস্‌নে মা। তুই কাঁদলে আমরাও কাঁদব।

সত্য। না আর কাঁদব না। কি দেব বাছা? ঘরে যে কিছুই নেই।

৩য় বালক। এর জন্যে কাঁদিস? থাক্, আমরা কিছু চাইনে—আমাদের ক্ষিধে পায়নি; মিছিমিছি বলেছিলুম।

সত্য। তা বুঝেছি বাছা।

১ম বালক। আজ তোদের ঘরে কিছু নেই মা?

সত্য। না বাছা কিছুই নেই।

১ম বালক। আচ্ছা আমরা তোর জন্যে ফল পেড়ে আনব। ভাই, চল সবাই মিলে মায়ের জন্য ফল পেড়ে আনিগে।

সকলে। চল্ চল্।

(বালকগণের প্রস্থান)

(দাদাঠাকুরের প্রবেশ)

দাদা। সত্যবতী!

সত্য। একি একেবারে মুখ শুকিয়ে গেছে যে। কোথ ছিলে এতক্ষণ?

দাদা। রামধনের বাড়ীতে। তার স্ত্রীর বড় ব্যারাম, দু'জন লোক ঘরে মরে পড়েছিল। কেউ নেই যে তাদের সৎকার করে, উঃ দেশে কি ভয়ানক মহামারী! কি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ! ওকি তোমাকে অমন দেখছি কেন? তুমি কেঁদেছ?

সত্য। (নীরব)

দাদা। কথা কইছ না যে! বুঝেছি কেন কেঁদেছ?

সত্য। ছেলেরা এসে খেতে চেয়েছিল।

দাদা। ঘরে বুঝি কিছুই নেই? তাদের কিছুই দিতে পারনি! তোমরাও উপোস করে আছ!

সত্য। আমাদের কোনো কষ্ট হয়নি।

দাদা। কষ্ট হয়নি! বুঝি, সবই বুঝ্‌তে পারি। কি করব? অত্যাচ্যার! ধনদাস রায় আমাকে এমন করবে আগে বুঝিনি। কিন্তু মনে রেখো, এ আমাদের পরীক্ষা। দুঃখ দিয়ে ঠাকুর আমাদের পরীক্ষা কর্‌ছেন। আমরা বড় ভাগ্যবান্ যে তিনি এমন কঠোর পরীক্ষায় ফেলেছেন! যাকে তিনি বেশি ভালবাসেন, কঠোর পরীক্ষা তাঁরি জন্যে হয়। মহদ্দুঃখ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? পাছে ঐশ্বর্য্যের মাঝে থেকে আমরা তাঁকে ভুলে যাই, তাই তিনি এই ঐশ্বর্য্যের বাঁধনটুকু সরিয়ে দিয়েছেন। ঠাকুরের অপার দয়া। আচ্ছা তোমার কি বড় দুঃখ হয়?

সত্য। কিসে? কি জন্য?

দাদা। কত কারণ আছে। দ্যাখো আমার ঘরে এসে, লোকে যাকে সাংসারিক সুখ বলে তার কিছুই পাওনি।

একখানা অলঙ্কার পরনি ; আমি নিঃসন্তান ; চিরকাল পরিশ্রম কর্‌তে হয়েছে। তার উপরে বর্ত্তমানে এই দারিদ্র্যের কষ্ট ; এতে বিচলিত হ'চ্চ ?

সত্য। তুমি বিচলিত হয়েছ !

দাদা। না—

সত্য। কেন ?

দাদা। আমি জানি, এ ভগবানের অনন্ত করুণা। সংসারে থাকলে এ সব তো হবেই। এর থেকে জ্ঞানলাভ করেই তো মানুষের জীবন অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। এই জন্যই গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। এখানেই শিক্ষা, এখানেই আমাদের পরীক্ষা। দুঃখের কাছে মাথা নুয়ে পড়বে কেন ? তার ভয়ে ভীত হব কেন ? আমরা মানুষ। আমরা দুঃখকে নির্জ্জীব করে দেব ; তার আঘাতকে তুচ্ছ জ্ঞান কর্‌ব। দুঃখে কাঁদব না, তার পীড়নে জ্ঞানলাভ কর্‌ব। এ যে প্রেমময়ের প্রেমের দান। তাঁর দেওয়া সুখটুকু নিতে পেরেছি, দুঃখটুকু নিতে পারব না ? তবে আর তাঁর সঙ্গে প্রেম হোল কৈ ? এ যে বড় মধুর,—প্রেম হলাহলকে অমৃত করে। এমন প্রেমের আমরা অধিকারী ! আমাদের দুঃখ কর্‌বার অবকাশ কৈ ? আর দ্যাখো, তোমাকে অনেক দিন বলেছি। সুখ দুঃখ সবই মায়া—দেহের ধর্ম্ম। আমরা দেহ নহি। আত্মা সুখদুঃখের অতীত। এ আঘাত তো আমাদের লাগবে না। তবে কেন বিচলিত হব ? আমার কিন্তু মোটেই দুঃখ হচ্ছে না। ভারী আনন্দে আছি, ভারী আনন্দে।

সত্য। আমারি বা কিসের দুঃখ? যতই ছোটো হই, তবু তোমারি তো সহধর্ম্মিণী। আমার মত ভাগ্যবতী কে? অলঙ্কারের কথা বলছো, তুমিই যে আমার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। তোমার প্রেমই যে আমার অতুল ঐশ্বর্য্য। আমি তো সন্তান-হীনা নই। এই যে কত ছেলেরা মা বলে ডাকে, চাষী বালকেরা আমার কোলে ওঠে, দীন দুঃখীরা আমার কাছে খেতে চায়—এরাই তো আমার সন্তান। আমি যে সকলের মা হোয়ে কৃতার্থ হয়েছি! হয়তো নিজের ছেলে থাক্‌লে তা পার্‌তুম না। প্রাণটা ছোট হোয়ে যেত। কি দুঃখ আমার? আমার মত ভাগ্যবতী কে?

দাদা। আনন্দ, আনন্দ! দারিদ্র্যে আমার চোখে জল আসেনি, আজ আমার আনন্দে চোখে জলধারা আস্‌ছে। আজ আমার মত ভাগ্যবান, এমন সুখী সংসারে কে আছে? আজ আমি রাজ-রাজেশ্বর। ধনদাস, দেখে যাও, তুমি আমায় কিছু-মাত্র দরিদ্র কর্‌তে পারনি। সত্যবতী,—

সত্য। প্রভো,—

দাদা। সত্যবতী তুমি আমার চেয়ে অনেক বড়।

(কিয়ংকাল উভয়ে নীরব)

সত্য। একটা বড় দুঃখ হয়।

দাদা। কি দুঃখ?

সত্য। আমার মনে হয়—আমি তোমার চরণে শৃঙ্খল, মাথার বোঝা, একটা গলগ্রহ। যদি আমি না থাক্‌তাম!

দাদা। সে কি?

সত্য। আমার মনে হয়, আমি যেন তোমায় আমার স্বার্থপর ভালবাসা দিয়ে কেবলি ঘিরে রাখ্‌তে চাই। তোমার মূল্যবান জীবনের ভার আমি। তুমি তো আমার একার নও, তুমি যে বিশ্বের সম্পত্তি। কত অজ্ঞান জ্ঞান-পিপাসায় তোমার দিকে চেয়ে আছে। কত অন্নহীন তোমার কাছে দীনভাবে মুষ্টিভিক্ষা কর্‌ছে। কত পাপী কত অনুতাপী তোমার কাছে উপদেশ নিতে আস্‌ছে। দেশ তোমার হৃদয় চায়, অসহায় তোমার বাহু চায়;—কে আমি যে তোমায় কেবল সারাক্ষণ আগ্‌লে রাখ্‌তে চাইব? আমার জন্যে তোমার একটুকু তো ভাব্‌তে হয়—সে ভাবনাটুকু তুমি, আমি না থাক্‌লে, জগতের কাজে ব্যয় কর্‌তে পার্‌তে।

দাদা। তুমি কি জগৎ ছাড়া? আমার এ রাজ্য মধ্যে তোমারও একটা স্থান আছে, আর সে স্থানটুকু সাধারণ নয়।

সত্য। আমি সে স্থানটুকু অধিকার না কর্‌লে, আর এক-জন এসে সেখানে দাঁড়াতে পার্‌ত।

দাদা। যে স্থানে তুমি আছ, সে স্থানে কেবল তোমারই অধিকার। পাত্রভেদে স্থানভেদ হয়। তুমি আমার বাহুতে শক্তি, কর্ম্মে উৎসাহ, নয়নে দীপ্তি, হৃদয়ে আনন্দ। তুমি আমার সুখে সুখী, দুর্দ্দিনে বন্ধু, বিপদে মন্ত্রী, ঈশ্বরোপাসনায় সহধর্ম্মিণী। তোমায় ভালবাসি বলে বিশ্বকে ভালবাসি। আবার বিশ্ব ভালবাসি বলে তোমায় ভালবাসি। এস সত্যবতী, এই সন্ধ্যাবেলা একবার দুজনে মিলে ঠাকুরের চরণে প্রণত হই। আজ আমার বড় আনন্দ হ'চ্ছে। (উভয়ের সভক্তি প্রণাম)

(গাহিতে গাহিতে বালকগণের প্রবেশ)

ইমন—একতালা।

এমন ভাবের পাগল রসের পাগল দেখিনিকো ভাই
পাগ্‌লা দাদার পাগলামীতে পাগল হয়ে যাই,
ঢুলু ঢুলু দু'টী আঁখি টলে টলে পড়ে
হাসে কাঁদে নাচে মাতে কি এক নেশার ঘোরে
এমন পাগল-ভোলা কেউ দেখিনি গো—
তারে বুঝ্‌তে পারি কইতে নারি,
নূতন যে সদাই!
মিলিয়েছে এই মোদের মাঝে কি এক রংয়ের মেলা
কখন করি মান অভিমান কখন বা খেলা;—
তাঁরে চিন্‌তে পেরেও চিন্‌তে নারি গো—
এই দেখি এক ভাবে আছে, আবার সে ভাব নাই।

দাদা। এই যে আমার ঠাকুর এসেছে! ঠাকুর—তুমি বালকের বেশে এসেছ!

১ম বালক। দাদাঠাকুর আমরা মায়ের জন্য ফল এনেছি।

সত্য। ও ফল তোমরা খাও, তাতেই আমি সুখী হব।

১ম বালক। না মা, এ ফল তোকে খেতে হবে। না হলে' আমরা কাঁদব। দাদাঠাকুর, তোমাকেও খেতে হবে।

দাদা। দে ব্যাটারা তোদের ফল আমি আনন্দে খাব।

২য় বালক। তবে আমরা এখন যাই; আমরা কাল আসব।

সত্য। এসো বাছা।

(বালকগণের প্রস্থান)

দাদা। সত্যবতী, ধনদাস রায় নিবেদিতাকে বিবাহ করতে চান, তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার বিবাহ দিলে সে সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে, আর দারিদ্র্য থাকবে না।

সত্য। তুমি কি বলেছ?

দাদা। তা তো বুঝতেই পারছ।

সত্য। আমিও তাই বলি।

দাদা। তুমি বড়ই দুর্ব্বল হোয়ে পড়েছো দেখতে পাচ্ছি। সমস্ত দিন অনাহারী!

সত্য। না আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না।

দাদা। মেয়ে দুটো বুঝি কিছুই খায়নি?

সত্য। কিছুই খায়নি।

দাদা। (দীর্ঘনিঃশ্বাসসহকারে) প্রেমময়, জগদীশ!

সত্য। লক্ষ্মী পাগলী বড় ক্ষেপেছে।

দাদা। কি রকম?

সত্য। পাগ্‌লী বলে, তারই জন্যে আমাদের এমন অবস্থা হয়েছে। আর সে এখানে থাকে বলে লোকে তোমাকে নিন্দে করে, তাই সে আর আমাদের এখানে থাক্‌বে না।

দাদা। পাগ্‌লীকে তুমি বুঝিয়ে বোলো। যদি এর চেয়েও কঠোর পরীক্ষা আসে, তবু ভয় করব না। ও যে নিরাশ্রয়া,

ওকে তাড়িয়ে দিলে যে সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের দেবতাকে তাড়িয়ে দিতে হবে। এতে যদি আমার প্রাণ যায়, তবু আমি আমার মাকে রাখ্‌ব। ও যে আমার দুঃখিনী মা, পরের কথায় কি ছেলে মাকে ফেলে দিতে পারে? লোকনিন্দা? লোকনিন্দা আমি তুচ্ছ করি। বিশ্বশুদ্ধ আমার নিন্দা করুক, তবু আমার কর্ত্তব্য আমি করব। ধর্ম্মের কাছে লোকনিন্দা অতি তুচ্ছ।

(রহিমদ্দীর প্রবেশ)

রহিমদ্দী। দাদাঠাকুর সেলাম।

দাদা। কিরে রহিম, কি জন্য?

রহিম। দাদাঠাকুর, আমার একটা কথা আছে।

দাদা। কি কথারে রহিম?

রহিম। বল, কথাটা রাখবে তো?

দাদা। আরে বলই না।

রহিম। এই দুটো চাল-ডাল তোমার জন্য এনেছি। আমার ইচ্ছে হয়েছে তোমায় একদিন খাওয়াব। তা আমাদের বাড়ীতে গিয়ে, আমাদের রান্না তো আর তুমি খাবে না—তাই এই চাল-ডাল এনেছি, তোমরা রেঁধে খাও। আমি মানৎ করেছিলেম, আমার ছেলের ব্যামো ভাল হলে তোমায় ভুজ্যি দেব। ছেলে তোমার দয়ায় ভাল হয়েছে, এখন এই কাঙালের যা কিছু নিয়ে আমায় খুসী কর।

দাদা। রহিম, তুই এ করেছিস্ কি? তোর নিজেরি যে খেতে নেই। তুই যে নেহাৎ গরীব।

রহিম। খুব আছে। দাদাঠাকুর, আমরা তোমাদের দশজনের কাছ থেকে নিয়েই তো বাঁচি। আমাদের কিসের অভাব ? তোমার এ সব নিতেই হবে। এ আমি মানৎ করেছি। তুমি এগুলো না নিলে আমার ছেলের আবার ব্যামো হবে।

দাদা। ইস্! এ ব্যাটারা দেখচি আমায় দেবতা করে তুললে। কি সরল প্রাণ, সহজ বিশ্বাস এদের ! দ্যাখ্ রহিম, ওরকম মানৎ টানৎ করিস্ নি। অমন করলে আমি আর তোদের সঙ্গে কথাও কবনা। মানৎ করেছিস্ কেন ?

রহিম। তুমি মুসলমানের পীর, হিন্দুর দেবতা। আমরা দরগায় সিন্নি মানৎ করি। সেই রকম তোমাকেও মান্য করি। মানৎ করে ফল পেয়েছি।

দাদা। তা হোলে আমার নামে মানৎ না করে তোর পীরের নামে মানৎ করিস্। তাতে আমাকেও দেওয়া হবে, পীরকেও দেওয়া হবে। আর আমি সেই পীরের প্রসাদ খাব। ও সব নিয়ে যা।

রহিম। সে হবে না দাদাঠাকুর, তোমায় ও নিতেই হবে। আমি গরীব মানুষ বলে বুঝি আমার ঠেয়েঁ নিতে সরম করছ ?

দাদা। ওঃ ! আরে—এ ব্যাটা তো খুব কথা শিখেছে। দেখি একবার লাঠিখানা।

রহিম। তা মারো দাদাঠাকুর, তোমার মার বড় মিষ্টি। দাদাঠাকুর তোমার পায়ে পড়ি আমার এ ভুজিখানা নাও। আমি সামান্য লোক। আমার প্রাণে দুঃখু দিও না। তোমার পায়ে পড়ি দাদাঠাকুর। (পদতলে পতনোদ্যত)

দাদা। (রহিমকে উঠাইয়া) রহিম, রহিম, তুই যদি সামান্য লোক হবি তবে এ দুনিয়ায় বড় কে? সভ্যজগৎ চেয়ে দ্যাখো, যদি প্রাণ থাকে তবে এই রহিমদ্দীর শ্রেণীর লোক যারা, তাদেরি মধ্যে আছে। তবু সভ্যজগৎ এই হৃদয়-বান দরিদ্রকে ঘৃণা করে! ভগবান, তুমি দরিদ্রকে বাহিরের এই হীন সম্পত্তি হোতে বঞ্চিত করে, হৃদয়ের অমূল্য সম্পত্তি দান করেছো। দীননাথ, দীনেরি উপরে তোমার বেশী দয়া। বাহিরের রিক্ততায় তুমি এ মহত্ত্বের উজ্জ্বলতা ঢেকে দিয়েছো। রহিম, আমার চোখে জল আস্‌চে। এতো তোর মানৎ নয়; আমি উপবাসী তুই তা জেনে একান্ত গরীব হয়েও তোর ক্ষুদ্র ভাণ্ডার খালি করে আমার জন্যে এই স্নেহের দান নিয়ে এসে-ছিস্‌। তুই আবার গরীব! তোর চেয়ে ধনী কে? আমার কি সাধ্য যে তোর এই স্নেহের দান উপেক্ষা করি? এ যে শ্রেষ্ঠ দান। রহিম, রহিম, আয় ভাই একবার গলাগলি করে সুখের কান্না কাঁদি। আজ বড় আনন্দে কান্না পাচ্ছে। ঐ যে তোরও চোখে জল দেখছি—কাঁদ্‌ রহিম, কাঁদ্‌। তোর কান্নায় বিশ্বের সকল গ্লানি, সকল নিষ্ঠুরতা, সকল পাপ ধুয়ে যাবে। যে পৃথিবীতে রহিমের মত এক ব্যক্তিও কাঁদতে জানে, সে জগতে আনন্দ, স্নেহ, দয়ার অভাব কি? আয় রহিম একবার আমায় আলিঙ্গন দে। আজ তুই ডাক্‌ তোর আল্লাকে, আমি ডাকি আমার হরিকে। আয়, রহিম আয় তোকে স্পর্শ করে ধন্য হই, বাধিত হই, সার্থক হই (আলিঙ্গন)

রহিম। কর কি, কর কি দাদাঠাকুর, আমি যে আর

কান্না রাখতে পারছি নে। আমায় অত বলো না। অত ভাল-বেসো না, সইতে পারব না। আমায় অত প্রশংসা করো না। আমি যে কেমন হ'য়ে গেছি। দাদাঠাকুর দাদাঠাকুর—

দাদা। রহিম, ভাই আমার। আনন্দ, আনন্দ। আজ তাঁর করুণা মূর্ত্তিমতা হয়ে দেখা দিয়েছে।

(দারোগা, কয়েকজন কনেষ্টবল ও
ধনদাস রায়ের প্রবেশ)

দাদা। একি আপনারা এখানে কেন ? এ সময়ে—

দারোগা। আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে।

দাদা। কিসের ?

দারোগা। আপনি ধনদাস রায়ের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করে হাঙ্গামা করেছেন। তাতে দুটো লোক জখম হয়েছে।

দাদা। সে কি ?

দারোগা। তবে চলুন।

দাদা। চলুন। তবে যাই সত্যবতী। ওকি ! তুমি কথা বলছ না যে ? সত্যবতী, আমার বুক দুর্ব্বল করে দিও না। মনে রেখো, এও তাঁরি পরীক্ষা।

সত্যবতী। তুমি যে আজ সমস্ত দিন অনাহারী !

দাদা তার জন্যে কিছু ভেবো না। স্থির হও। প্রেমময় জগদীশ—

সত্যবতী। যাও, তুমি যদি হাসতে হাসতে এ আঘাত

সইতে পারো, আমিও তোমারি স্ত্রী, আমিও তেমনি সইতে পারব।

(সেবাব্রতের প্রবেশ)

সেবাব্রত। দাদাঠাকুর কোথায় যাচ্ছেন ?

দাদা। হাজতে—

সেবা। কি অপরাধে ?

ধন। আরে অপরাধ না থাকলে কি আর অম্‌নি শুধু শুধু সাজা হয় ?

সেবা। চুপ কর, কুক্কুর।

দাদা। সেবাব্রত উত্তেজিত হয়ো না।

সেবা। উত্তেজিত হব না! এখনো উত্তেজিত হব না? অত্যাচার ধর্ম্মের বুকের উপর দিয়ে অবাধে তার রক্তাক্ত শকট চালিয়ে যাবে ? অন্যায় আজ ন্যায়ের বক্ষের উপর পৈশাচিক নৃত্য করবে ? উত্তেজিত হব না ? এখনো উত্তেজিত হব না? আশ্চর্য্য! এই অন্যায় দেখে এখনো পৃথিবী একটা বিরাট্ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠছে না! এখনো চন্দ্রসূর্য্য খসে পড়ছে না? এখনো একটা প্রলয়ঝঞ্ঝা পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে না! সব স্থির! সব স্থির! আশ্চর্য্য!

দাদা। সেবাব্রত স্থির হও। কাল তার কাজ আপনি করে।

সেবা। না তা করে না। তা করে না। না হলে এখনো ধনদাসের মস্তকে বজ্রাঘাত হচ্ছে না ? এখনো স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে সে এই সব দেখছে ? ঈশ্বর, ঈশ্বর, দেখো যেন

আজ তোমার অস্তিত্বে সন্দেহ না হয়। যেন তোমার দয়া, তোমার শক্তিতে বিশ্বাস না হারাই! ঈশ্বর, ঈশ্বর, তুমি কি আছ, না সয়তানের কাছে পরাস্ত হয়েছ?

দাদা। সেবাব্রত স্থির হও।

ধন। দারোগা বাবু, দাঁড়িয়ে দেখছেন কি? নিয়ে চলুন। না হলে' হয় তো এখনি একটা হাঙ্গামা করবে। ব্যাটা ভারী গোঁয়ার।

সেবা। ধনদাস! না থাক্—কি বল্‌ব—হাঙ্গামা? জানো কি ধনদাস, ঐ যে দেখছো পর্ব্বতের মত অটল সমুদ্রের মত স্থির, বৃদ্ধ কেশরী তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে—যার শিশুর মত সারল্য, ধরিত্রীর মত ক্ষমা, সূর্য্যের মত তেজ, সে যদি একবার চক্ষু রক্তবর্ণ করে, তুমি ভয়ে মাটীর ভিতরে সেঁধিয়ে যাবে। বৃদ্ধ মর্কট, তুমি কি মস্ত অন্যায় করছ, জানো না। কি বল্‌ব যদি একবার আজ্ঞা পাই।

ধন। ওহে বেশ তো অভিনয় করে যাচ্ছ। থামো থামো আর একটু-কাল অপেক্ষা কর। আরও আছে; সব এখনো শেষ হয়নি। আরও দেখাব। আরও দেখবে। আমি ধনদাস রায়—আমায় চেনো না? কি হে দাদাঠাকুর, এখন তোমায় কে রক্ষা করবে। এখনো বল্‌ছি, বুঝে দেখ—

সেবা। সাবধান নরপিশাচ! তবে এই লও।

(সেবাব্রত আক্রমণ করিলেন, দাদাঠাকুর তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন)

দাদা। ক্ষান্ত হও।

সেবা। (ধনদাসের প্রতি) কুক্কুর, এর প্রতিফল পাবে। জানো আজ কাকে জেলে পাঠাচ্ছ? আজ যার জন্যে সকলের চোখের জল পড়ছে, সকলের প্রাণে হাহাকার উঠ্‌ছে। জেনো এ আঘাত, এ চোখের জল, এ হাহাকার শুধু যাবে না—এতে সকলের বুকে আঘাত লেগেছে। এর পরিণাম অতি ভীষণ। যান্ দাদাঠাকুর—যাবার বেলায় একবার পদধূলি দিন।

(প্রণত হইলেন)

দাদা। তবে যাই। তোমরা অধীর হয়ো না। চলুন দারোগা বাবু।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। কাল—প্রভাত।

সেবা। ভাই, এবার আমাদের কঠোর পরীক্ষা সম্মুখে। আজ দীনের সহায়, ধর্ম্মের প্রতিনিধি, বিপন্নের রক্ষাকর্ত্তা আমাদের গুরুদেব, ধনদাস রায়ের ষড়যন্ত্রে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।

১ম। আমরা এর প্রতিশোধ নেব। ধনদাস রায়কে উচিত শিক্ষা দেব।

সেবা। আমাদের কাজ সেরূপ নয়। আমরা ক্রোধ করব না। প্রতিহিংসাবৃত্তি আমাদের হৃদয়ে স্থান পাবে না। মনে কর দাদাঠাকুরের আদেশ। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু জগতের

কল্যাণ। আমরা হাইকোর্টে আপীল করব। তোমরা নিশ্চিন্ত হও। ন্যায়ধর্ম্মের প্রতিনিধি বৃটিষ রাজ্যে কখনো নির্দ্দোষ ব্যক্তির সাজা হয় না।

২য়। আমরা অর্থ কোথায় পাব?

সেবা। সে জন্য চিন্তা নেই। এ গ্রামের অনেকেই দাদাঠাকুরের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হোতে আজ আর কুণ্ঠিত নয়। যে দিনান্তে এক মুষ্টি অন্ন মাত্র ভিক্ষা করে আনে, সেও তার আধমুষ্টি দিয়ে দাদাঠাকুরের সাহায্য করবে। কোনও চিন্তা নেই, শীঘ্র তাঁকে মুক্ত করে আনতে পারব। তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য কর। দাদাঠাকুর উপস্থিত না থাকায় যেন তাঁর কার্য্যের কোনও ব্যাঘাত না হয়। কেবল মুখে দাদাঠাকুরের উপর ভক্তি করলে হবে না। তাঁর উপদিষ্ট কার্য্য কর, তবেই প্রকৃত ভক্তি দেখানো হবে।

সকলে। আমরা অবশ্য তাঁর কাজ করব।

সেবা। বল সকলে জয় সচ্চিদানন্দ।

সকলে। জয় সচ্চিদানন্দ।

সেবা। তবে যাও ভাই, মনে রেখো আমাদের প্রচারের বিষয়, সার্ব্বভৌমিক প্রেম করুণা মৈত্রী। উদ্দেশ্য বিশ্বের কল্যাণ। যাও, তোমাদের বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে ধর্ম্মের তেজ, মাথার উপরে ভগবান। যাও সেবকগণ, অদম্য উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। বল আবার জয় সচ্চিদানন্দ।

সকলে। জয় সচ্চিদানন্দ।

(সকলের প্রস্থান)

সেবা। কি মহাব্রত, তুমি যে গেলে না ?

মহা। আমি আর এখানে থাকব না।

সেবা। কেন ?

মহা। থেকে কি হবে ?

সেবা। চাও কি ?

মহা। চাই ধর্ম্মার্জ্জন।

সেবা। তার পক্ষে এ উত্তম স্থান।

মহা। আমার বিশ্বাস—না।

সেবা। কেন ?

মহা। এও কি একটা আশ্রম ? আর এ রকম কখনো গুরু হয় !

সেবা। কেন হবে না ?

মহা। প্রথমতঃ দ্যাখো, এখানে একখানি ঠাকুরঘর পর্য্যন্ত নেই।

সেবা। গুরুদেব বলেন, ঠাকুর সব জায়গায় আছেন, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, একখানি ঠাকুরঘর করে নিতে পারো। তাতে তো তাঁর কোনো নিষেধ নেই। গুরুদেব বলেন সকলের জন্যে সমান ব্যবস্থা নয়। তিনি সব ধর্ম্মেরই সার সত্য মানেন।

মহা। আরও দ্যাখো, উনি ব্রাহ্মণ নন—কায়স্থ। আমরা বামুনের ছেলে, কায়স্থ কি কখন গুরু হোতে পারে ?

সেবা। কেবল কি যজ্ঞোপবীত থাকলেই ব্রাহ্মণ হয় ? যিনি ধার্ম্মিক তিনিই ব্রাহ্মণ।

মহা। ওঁর স্ত্রী আছে। উনি সংসারী মানুষ।

সেবা। গৃহত্যাগী হয়ে ভস্ম মাখলেই বুঝি খুব ধার্ম্মিক হয় তোমার বিশ্বাস? দ্যাখো উনি গৃহে থেকেও সন্ন্যাসী। গুরুদেব আদর্শ-গৃহস্থ।

মহা। কখনও দেখলুম না মালা জপ করতে, একটা আসন করতে, সন্ধ্যাপূজাও তো করে না। এ আবার কেমন ধর্ম্ম?

সেবা। ওঁর ভিতরে সাধনভজন যে সব সহজ হোয়ে গেছে। বাইরে তাঁকে নানা কাজ করতে দেখছ, কিন্তু জেনো ভিতরে তাঁর সাধন চলছে।

মহা। উনি অনেক সময়ে ক্রোধ করেন।

সেবা। সেটা ক্রোধ নয়, তেজ। ক্রোধও যা তেজও তা। একটার গতি ঊর্দ্ধদিকে, আর একটার গতি নিম্নদিকে। গুরুদেব যে ভীম-কান্ত-গুণশালী।

মহা। আচ্ছা লোকটা যে একটু পাগলাটে ধরণের ভাই, সেটা অস্বীকার করবার জো নেই। আমার যেন ওটা একটু কেমন কেমন লাগে।

সেবা। তা বুঝেছি; প্রদীপের তলেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আঁধার। আমরা বড়ই হতভাগ্য, কাছে থেকে লোকটাকে চিনতে পারলুম না। মহাব্রত, এই আকাশের দিকে চাও দেখি, কি দেখছ?

মহা। দেখছি, বেশ উজ্জ্বল, সূর্য্যালোকিত আকাশ।

সেবা। আর কি দেখছ?

মহা। বিরাট মহিমাময়, প্রশান্ত।

সেবা। আচ্ছা, এই আকাশে যখন ঝড় উঠে তখন দেখেছ ? যখন এর মাঝে কৃষ্ণমেঘমালা দৈত্যসৈন্যের মত গর্জ্জন করে, বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠে, তখন দেখেছ ?

মহা। দেখেছি।

সেবা। তবে জেনে রাখো, গুরুদেবের চরিত্রও এই আকাশেরই মতো। এতে গর্জ্জন আছে, বর্ষণ আছে, আবার প্রশান্ত ভাব আছে।

মহা। এ এক রহস্য !

সেবা। হাঁ রহস্যই বটে। এ বোঝা বড়ই কঠিন। লোকশ্রেষ্ঠগণের চরিত্র বোঝা সহজ নয়। এ চিনির পাহাড়ের মতো ; পিপ্‌ড়ে একটু খুঁটে নিয়ে মনে করে খুব নিয়েছি। দাদাঠাকুরকে অত অল্পে বোঝা যায় না। আমি দেখেছি যখন তিনি কোনো অনুতাপী ব্যথিতকে সান্ত্বনা দান করেন, তখন তাঁর আকৃতি সরল শান্ত। যখন ভগবৎকথা বলেন তখন দিব্য জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি। যখন কারেও শাসন করেন তখন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত তেজোময় খরতর মূর্ত্তি। আর যখন ছেলেদের সঙ্গে মেশেন, তখন তাঁকে যেমন দেখি, অমন আর কোন সময়ে দেখি না। সে ভাব কি যে মধুর, তা বল্‌তে পারি না ; কেবল অনুভব কর্‌তে পারি। তখন তিনি আধা পাগল, আধা বালক। আহা কি সুন্দর ! কি সুন্দর !

মহা। আচ্ছা তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য কি ?

সেবা। সর্ব্বজীবের কল্যাণ, অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বভৌম ধর্ম্মপ্রচার, আদর্শ গৃহস্থ-চরিত্র প্রদর্শন।

মহা। এখন বুঝলুম। একখানি মেঘ কেটে গেল।

সেবা। চল এখন, অনেক কাজ আছে।

মহা। চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

ইতি তৃতীয় দৃশ্য।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—ধনদাস রায়ের বাটী।—কাল অপরাহ্ণ।

(ধনদাস রুগ্নশয্যায় শায়িত)

ধন। উঃ জ্বলে গেল! জ্বলে গেল। পুড়ে গেল! ছাই হোয়ে গেল! আমায় কে আগুনের ভিতরে ফেলে দিয়েছে! উঃ জ্বলে গেল!

তর্ক। কবিরাজ মশাই, এ কি ব্যাধি?

কবি। বুঝতে পারছিনে।

ধন। কুলভূষণ কোথায়? এখনও একবার আমার কাছে এল না। আমার যে শেষ হোয়ে আসছে!

কবি। তাকে ডাকতে পাঠানো হয়েছে।

ধন। বড় ভয় করে; তোমরা আমার কাছে এস। আরও কাছে এস। আমার বড় ভয়,—বড় ভয়! আমি কি মরব? না না আমার মরতে ভয় করে। উঃ ঐ যেন কারা আসছে। উঃ কি ভীষণ চেহারা! আমায় তারা ডাকছে। ঐ অন্ধকারের ভিতরে যেতে বলছে। আমি যাবনা, যাবনা। ধর, ধর, আমায় ধর!

কবি। এ কি ব্যাধি কিছুই যে বুঝতে পারিনে!

(পাগলিনীর প্রবেশ)

পাগ। হাঃ হাঃ হাঃ আমি জানি।

কবি। কে তুমি?

পাগ। আমি পাগ্‌লী—

কবি। এখানে কেন এসেছ ?

পাগ। বল্‌তে।

কবি। কি বল্‌তে ?

পাগ। রোগের কথা।

তর্ক। আঃ যা বেটী, এখানে গোল করিস্‌নে। একে আস্‌তে দিলে কে ?

কবি। তাড়াবেন না। দেখি ব্যাপারটা কি।

পাগ। তাড়িয়ে দেবে ? তা দিও ; আমি তো তাড়া খেয়েই ফিরি। ওতে আর আমার কি হবে ? তবে বলব, তবে বলব ? কি হয়েছে বলব ?

কবি। বল।

পাগ। বিষ, বিষ, এ বিষের জ্বালা।

কবি। সে কি, বিষ কি ?

(কবিরাজের কানে কানে পাগলিনী কহিল)

কবি। এ বলে কি !

পাগ। হাঁ সত্যকথা (সাশ্চর্য্যে) মিছে বলিনি। কি করলুম ? বলে ফেল্লুম ? কাঁদতে হবে। এর জন্যে আমায় কাঁদতে হবে। কি করলুম ! কি করলুম !

কবি। এই—দরোজা বন্ধ কর। পাগলীকে যেতে দিওনা। তুমি এ সব কথা কি করে জানলে ?

পাগ। কি করে জানলুম ? তবে শোনো। তবে বলেই ফেলি। যখন একটা বলেছি—সব বল্‌ব। সব বল্‌ব। বলে

শেষে খুব কাঁদ্‌ব। তবে শোনো। ওরা যেদিন রেতের বেলায় জঙ্গলে বসে পরামর্শ করছিল, তখন আমি সব শুনেছি।

(কবিরাজের কানে কানে আবার কহিল)

কবি। (চমকিত হইয়া) উঃ! কি ভয়ানক! হোতেও পারে! আমি অবিশ্বাস করিনে। তুমি কে?

পাগ। আমি কে? আমি কে? আমায় তোমরা চিন্‌বে না। (ধনদাসকে দেখাইয়া) ঐ বুড়োর কাছে জিজ্ঞেস কর।

কবি। তুমিই বল।

পাগ। আমি পাগলী পোড়াকপালী। কুলভূষণের মা! ওঃ——!

কবি। কি আশ্চর্য্য!

(ধর্ম্মধ্বজ চূড়ামণির প্রবেশ)

ধর্ম্ম। (পাগলিনীকে দেখিয়া) এ কে! (গমনোদ্যত)

পাগ। ওকি—যাচ্ছ কেন? যেওনা দাড়াও। দাঁড়াও। ওঃ চিনতে পেরেছ তুমি? যেওনা দাঁড়াও। ওরা তোমায় চেনে না, কিন্তু আমি তোমায় চিনি। তবে বলব নাকি?

ধর্ম্ম। মশাই, আপনারা শীঘ্র এটাকে তাড়িয়ে দিন।

পাগ। তাড়াবে? তাড়াবে? তাড়াতে হবে না। নিজেই যাব, তবে যাবার আগে সব বলে যাব। তবে তোমরা শোনো—

ধর্ম্ম। আঃ! মশাই, আপনারা দাঁড়িয়ে দেখছেন কি? এটাকে তাড়িয়ে দিন; রোগীর ঘরে এ রকম গণ্ডগোল হওয়া তো ঠিক নয়। (ভয়ে কম্পন)

পাগ। কাঁপছ ? ভয়ে কাঁপছ ? মুখ শুকিয়ে গেছে ! তা কাঁপো। তবে বলব ? তবে বলি। তবে বলি। তোমরা শোনো, আমি এই—

ধর্ম্ম। এই পাগ্‌লী (গলা টিপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিল ; পাগ্‌লী ছুরিকা বাহির করিল। ধর্ম্মধ্বজ সভয়ে পিছাইয়া গেল)

পাগ। আমায় মারবে ? তবে এই দেখেছ ? মারো—মারো এখন। ওকি পিছনে হটে যাচ্ছ যে ? দাঁড়াও ওখানে—পালাতে চাইবে তো এই ছুরি বসিয়ে দেব। তোমরা শোনো, এই ধর্ম্মধ্বজ এখানে এসে আবার ব্রাহ্মণ সেজেছে ! ও নমঃশূদ্র। ও যাত্রার দলে থাক্‌ত। ও-ই তো আমার—

(ধর্ম্মধ্বজ পলায়নোদ্যত)

সকলে। এই ধর ধর।

(দারোগা ও কয়েক জন কনেষ্টবলের প্রবেশ)

দারোগা। আর যেতে হবে না বাপু। ধর এই অলঙ্কার পর। (কনেষ্টবলের প্রতি) এই ! হাতকড়ি পরাও। কিহে বাপু ধর্ম্মধ্বজ, অনেক রকম ভেল্কাবাজী করে এত দিন ঠকিয়ে এসেছ। তোমার পিছনে পিছনে ঘুরতে ঘুরতে হয়রাণ হয়েছি। এইবার জালে পড়েছ। মশাইরা একে চেনেন না ? ইনি জাতে নমঃশূদ্র, পাকা বদমায়েস, কাশী থেকে এসে এখানে ধর্ম্মধ্বজ সেজে বেড়াচ্ছেন।

তর্ক। আশ্চর্য্য !

দারোগা। আশ্চর্য্য অনেক আছে। আপনারা এই পাগ্‌-

লীর কাছে সব শুনুন। আমরা এর জন্যেই সব জান্‌তে পেরেছি। রাসবেহারী আর কুলভূষণ কোথায়?

তর্ক। তাদের পাওয়া যাচ্ছে না।

দারোগা। হাঁ, তা এখন পাওয়া যাবে কেন? এক দিন এই ব্যাটার মতো জালে পড়্‌বেই।

তর্ক। তাদের কি অপরাধ?

দারোগা। বেশী কিছু নয়। পরে শুন্‌বেন।

তর্ক। সর্ব্বনাশ! সব জেনেছেন দেখতে পাচ্ছি।

দারোগা। আমরা এই রকমেই সব জানি মশাই। এটাকে নিয়ে চল। (পাগলিনীর প্রতি) পাগলী তুইও আয়।

(দারোগা প্রভৃতির প্রস্থান)

কবি। কি আশ্চর্য্য! কি ভয়ানক ব্যাপার! যাক্‌ এখন রোগীকে একটু ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। বিষের চিকিৎসা করতে হবে।

(রোগীকে লইয়া অপর সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাল মধ্যাহ্ন। স্থান—রাস্তা।

(চেলীর কাপড় পরিহিত, কৃত্রিম টোপর মাথায় দিয়া বরবেশী অর্দ্ধোন্মত্ত ধনদাস রায়ের প্রবেশ, পশ্চাৎ ছেলের দলের প্রবেশ)

ধন। দ্যাখতো, দ্যাখতো, আমায় কেমন মানিয়েছে! দ্যাখতো।

১ম। বেশ মানিয়েছে। খুব মানিয়েছে!

ধন। আমায় মেরে ফেলবে না তো?

২য়। পাগলা তোর ঝুলিতে কিরে?

ধন। টাকা—টাকা; টাকার থলে। সঙ্গে রাখি। না হোলে নিয়ে যাবে। সব পুষ্যিপুত্তুরে নিয়ে যাবে।

৩য়। যমের বাড়ী যাবি?

ধন। কোথায়? তা যাবো, তা যাবো। আমি যে ছেলেমানুষ, একলা কি করে যাবো?

৩য়। তোর থলেটা দে।

ধন। উঁহুঁ তা দেব না।

৩য়। কেড়ে নেব। আয়তো দেখি সবাই, ওর থলে কেড়ে নিই।

ধন। ও বাবারে, আমার টাকার থলে নিলেরে—ও বাবারে। (পলায়ন, সকলের পশ্চাদ্ধাবন)

(দুইজন গ্রামবাসীর প্রবেশ)

১ম। বল কি?

২য়। হাঁ।

১ম। তুমি শুনলে কি করে?

২য়। আমি লোকের কাছে শুনেছি। আর ওকে আমি আগেও দেখেছি।

১ম। এ গ্রামে এল কি করে?

২য়। এখন তো পাগল হয়েছে।

১ম। যাই হোক লোকটাকে দেখলে দুঃখ হয়; একদিন তো বড়লোক ছিল।

২য়। দুঃখ! অমন পাষণ্ডকে দেখে আবার দুঃখ! ওর এ অবস্থা হয়েছে, বেশ হয়েছে। ওর এমন সাজা হবে না তো আর কার হবে? লোকটা যেমন কৃপণ তেমনি অত্যাচারী। এমন মানুষ দাদাঠাকুর, তাঁকে চক্রান্ত করে সর্ব্বস্বান্ত করেছে; একটা পুষ্যিপুত্তুর রেখেছে—সেটা নাকি নমঃশূদ্রের ছেলে। সর্ব্বনাশ! ঐ ব্যাটার বাড়ীতে কত কায়েত বামুন খেয়েছে। সকলের জাত গেছে। ওকে সবাই এখন একঘরে করে রেখেছে। ওর শালা আর গুণের পুষ্যিপুত্তুর মিলে ওকে মারবার চেষ্টা করেছে—বহুকষ্টে এ যাত্রা বেঁচে গছে।

১ম। কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

২য়। হাঁ, আর দুশ্চিন্তায় এখন পাগল হয়েছে। বেশ হয়েছে। ঐ দ্যাখো ও এদিকে আসছে।

(ধনদাস রায়ের প্রবেশ)

ধন। হায়, হায়! আমার টাকার থলে! ওগো আমার সর্ব্বনাশ করেছে! আমার থলে নিয়ে গেছে। আমার সব গেছে। (ভদ্রলোক দুইজনের নিকটে গিয়া) মশাই একটা পয়সা দিন না মশাই।

১ম। এই—এই—যা, যা ব্যাটা। পাগলামী করতে আর জায়গা পাস্‌নি!

ধন। দাওনা একটা পয়সা (হাত ধারণ)

২য়। তবু আবার! যা ব্যাটা (ধাক্কা দিয়া)

ধন। ও বাবারে গেছি। (পলায়ন)

১ম। চল এটাকে দেখলেও পাপ আছে। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—রাজপথ। কাল—অপরাহ্ন।

ন্যায়রত্ন। বল কি? তুমি তো আমায় একেবারে অবাক্ করে দিলে! এ-তো ভারী আশ্চর্য্য!

তর্করত্ন। তুমি কেবল একা "আশ্চর্য্য" হওনি দেশশুদ্ধ "আশ্চর্য্য" হয়েছে। প্রথম আশ্চর্য্য এই যে কুলভূষণ আর রাসবিহারী এমন ভয়ানক মানুষ! দ্বিতীয় আশ্চর্য্য এই যে এই ধর্ম্মধ্বজ চূড়ামণি একটা আশ্চর্য্য রকমের জোচ্চোর।

ন্যায়। আশ্চর্য্য!

তর্ক। রোসো, "আশ্চর্য্য"গুলি এখনো শেষ হয়নি। সব চেয়ে আশ্চর্য্যগুলো এখনও বাকী আছে।

ন্যায়। কি আশ্চর্য্য! আরও কিছু বাকী আছে নাকি?

তর্ক। হাঁ আরও কিছু। আরও আশ্চর্য্য এই যে তোমরা এই লোকগুলিকে এতদিনে চিনলে না। আমরা সবাই আশ্চর্য্য রকম গাধা বনে' গেছি।

ন্যায়। দ্যাখো ওটা আমি বরাবরই জানতাম।

তর্ক। এ আরও আশ্চর্য্য! জেনেশুনেও এই ধনদাস রায় আর ধর্ম্মধ্বজের তোষামোদ করেছ! এঃ, দেখছি সেই "আশ্চর্য্য"গুলি আশ্চর্য্য রকম আবিষ্কৃত হচ্ছে।

ন্যায়। মশাই সংসারে থাকলে ও-সব করতে হয়।

তর্ক। এ আরও আশ্চর্য্য! সংসারটাকে তুমি যত খারাপ বলে ভাবছ ন্যায়রত্ন, সংসারটা তত খারাপ নাও হতে পারে।

(নিধিরামের প্রবেশ ও অন্যমনস্কভাবে প্রস্থানোদ্যোগ)

ন্যায়। ওহে নিধিরাম।—বলি ও নিধিরাম! বলি যাচ্ছ কোথায়? ইস্ কথাই কচ্ছ না যে মোটে! কলিকাল! ঘোর কলিকাল! ব্রাহ্মণ দেখে একেবারে প্রণামটা না করেই চলে যাচ্ছ যে!

নিধি। কৈ, ব্রাহ্মণ কোথায়?

ন্যায়। এই যে আমরা কি তবে জড়পদার্থ নাকি? এ সব বুঝি দাদাঠাকুরের কাছে শিখেছ। এই যে পরিষ্কার যজ্ঞসূত্র গলায় দেখতে পাচ্ছ। স-শরীরে জলজ্যান্ত দু' দুটো ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে আছি। দেখতে পাচ্ছ না? তুমি কি অন্ধ নাকি?

নিধি। এখনও তোমরা ব্রাহ্মণত্বের বড়াই কর? তোমরা জড়পদার্থের চেয়েও নিকৃষ্ট। জড়পদার্থ কি তোষামোদ করে? জড়পদার্থ কি ষাট বছরের বুড়োর বিয়ে দেবার উদ্যোগ করে? তোমার মত ব্রাহ্মণের চেয়ে জড়পদার্থ অনেক ভাল। ও যজ্ঞসূত্র তোমায় উপহাস করছে। তোমার গলায় ওটা শোভা পায় না। তোমাকে প্রণাম করব? তুমি চণ্ডালের অধম। আমি অন্ধ না তুমি অন্ধ?

ন্যায়। নিধিরাম, মুখ সামলে কথা কও। যত সব ছোটলোকের আস্পদ্ধা বেড়ে গেছে। ব্যাটা ছোটলোকের

ছেলে, একটু ছাত্রবৃত্তি পাশ করেছে, তাই আর অহঙ্কারে চোখে দেখেন না!

নিধি। ঠাকুর নিজেকে সামলাও। হাঁ আমরা ছোটলোকই সত্য। তাই বলি হুঁসিয়ার! ছোটলোকের স্বভাব জানতো? নেমকহারাম, যে দাদাঠাকুর সকলের কত উপকার করেছে, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে জেলে পাঠিয়েছ, তাঁকে পথের ভিখারী করেছ। তোমরা আবার ব্রাহ্মণ? তোমাদের আবার প্রণাম করব! তোমরা তো ধনদাস রায়ের বাড়ী খেয়েছ, ধনদাস রায় তো নমঃশূদ্রের ছেলেকে পুষ্যিপুত্তুর রেখে জাতিভ্রষ্ট হয়েছে। তোমাদের প্রণাম করা তো দূরের কথা, তোমাদের স্পর্শ করলে পাপ আছে। যত সব বদমায়েস—

ন্যায়। (আস্ফালন করিয়া) তবে রে ব্যাটা এত বড় কথা!

নিধি। (অগ্রসর হইয়া) কি রে ব্যাটা কি বল্লি?

(লাঠি উঠাইল)

ন্যায়। ওরে বাবারে গেছি, গেছি। কে আছ রক্ষা কর। ব্রহ্মহত্যা হোল, ব্রহ্মহত্যা হোল।

(সেবাব্রতের প্রবেশ)

সেবা। একি—কিসের গোলমাল হচ্ছে?

ন্যায়। এই-এই-এই-এই।

তর্ক। বাঃ ন্যায়রত্ন তুমি যে কেবল টিকিই নাড়ছ। কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারলে না? ওহে বাপু শোনো

(সেবাব্রতের প্রতি) এই ন্যায়রত্ন মশাই নিধিরামকে গালাগাল দিচ্ছিলেন।

ন্যায়। কি, কি কি কি! আমি গালাগাল দিচ্ছিলাম?

তর্ক। তা বৈকি?

সেবা। নিধিরাম, চোটো না। স্থির হও। আজ সবা-ইকে এক শুভসংবাদ দিতে এসেছি।

নিধি। কি সম্বাদ?

সেবা। দাদাঠাকুর জেল থেকে মুক্তিলাভ করে আসচেন।

তর্ক। তাই নাকি? তাই নাকি? ঈশ্বর তুমি আছ— ধন্য সুবিচার! কবে তিনি আসবেন?

সেবা। কাল।

তর্ক। সুসম্বাদ! সুসম্বাদ! যাও সেবাব্রত এ কথা রাষ্ট্র করে দাও। চল চল হে ন্যায়রত্ন চল এখন।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—নিবিড় জঙ্গল। কাল—রাত্রি।

(একাকী কুলভূষন)

কুল। দেব? গলায় দড়ী দেব? এইবার দেব। কিন্তু বড় ভয় করে। মরতে বড় ভয় করে। রাত্রি প্রভাত হোলে আবার সকল লোকে আমায় দেখে ঘৃনায় মুখ ফিরাবে। গায়ে

থুথু দিবে। পুলিসের লোক আমার সন্ধানে ফিরছে। ওঃ একদিনে পথের কাঙাল হয়েছি। কেন এমন বুদ্ধি হোল! কেন রাসবেহারীর কথা শুনলুম? তাড়িয়ে দিলে! বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে! কি অপমান! না—মরতেই হবে। উঃ কি ভয়ানক ঝড় হচ্ছে! বেশ হচ্ছে। খুব হোক। আমার ভিতরেও একটা ঝড় চলেছে। বাইরে ভিতরে ভীষণ ঝড়। বাঃ বেশ, চমৎকার! সে দিনও এমনি অন্ধকার রাত্রি—যে দিন রাসবেহারীর সঙ্গে পরামর্শ করেছিলুম, পাগলী তাই শুনেছিল। পাগলীই তো সর্ব্বনাশ করলে। আর শুনলুম এই পাগলী নাকি আমার মা! না—মরব—মরব।

(আত্মহত্যা করিতে উদ্যত ও পাগলিনী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া হস্ত ধারণ করিয়া)

পাগলী। থামো।

কুল। কে? ওঃ তুই! সর্ব্বনাশী, রাক্ষসী আবার এসেছিস?

পাগলী। যাবো কোথায়? তোরই জন্যে যে এখানে রয়েছি। তোকে দেখব বলেই যে এখনও মরিনি। যাবো কোথায়? না এসে যাবো কোথায়?

কুল। যমের বাড়ী। তুই আমার সর্ব্বনাশ করেছিস, আমার সারা জীবনে কলঙ্ক মাখিয়ে দিয়েছিস। আমার সব সুখ সব আশা নষ্ট করেছিস। যা আমার সামনে থেকে যা; না হোলে তোকে মেরে ফেলব।

পাগলী। আমায় মারবি? পারবি তো? সাত্য বলিস

তো ? কর্ তবে তাই কর। আমায় মেরে ফেল। আমার বুকটা জুড়াক। তোকে দেখব বলে, তোকে একবার বল্‌ব বলে এতদিন বেঁচে ছিলুম। আমার বলা শেষ হয়েছে, কর বাছা আমায় খুন কর। ওঃ কি জ্বালা! কি জ্বালা! পুড়ে গেল! পুড়ে গেল!

কুল। খুব পুড়ুক। আরো পুড়বে। ভারি তো আমার জন্যে তোমার দরদ! তুই আবার আমার মা ? মা হোয়ে আমার সর্ব্বনাশ করেছিস।

পাগলী। বুঝবি, একদিন বুঝবি। কেন এমন করেছি তা একদিন বুঝবি। মা হোয়ে যদি ছেলের জন্যে কিছু করে থাকি তো এইটেই শুধু করেছি। মরিসনে বাছা ; বেঁচে থাক্‌লে একদিন বুঝতে পারবি। ওরে বড় জ্বালা—পাপের বড় জ্বালা। তোর কথা ভেবে ভেবে তোর জন্যে দুঃখ হোল। এর কি জ্বালা, আমি হাড়ে হাড়ে জানি। চেয়ে দাখ এই আমার দিকে ; আমি কি আগুনে পুড়ছি। কেন তোকে কাঙাল করেছি জানিস ? কাঙাল হয়েছিস বলে আজ তোকে পেয়েছি। আমার অন্ধের নড়ি, ভিখারীর মাণিক আবার ফিরে পেয়েছি। তোর ময়লামাখা, আমি ধুয়ে নেব, ধুয়ে নেব। আমার চোখের জল দিয়ে ধুয়ে নেব। কাঙাল না হোলে তুই ফিরে আসতিস নে। বড়লোক হোলে মাকে ভুলে থাকতিস। তাই তোকে কাঙাল করেছি। এখন আর কাঙালিনীর কাঙাল ছেলে, আবার তোর কাঙালিনী মায়ের বুকে ফিরে আয়। তেমনি মা বলে ডাক—যেমন একদিন ছেলেবেলায় ডাকতিস।

যখন তুই বড়লোক ছিলিনে, কেবল আমাকেই চিনতিস, আমাকেই জানতিস, আমাকেই বুঝতিস। একবার আয় বাছা, তেমনি করে একবার আমার কোলে আয়। আয় বাছা আমার বুকে আয়। উঃ আমার বুক যে পুড়ে গেল, আয় বাছা—

(হস্তপ্রসারণ)

কুল। সরে যা রাক্ষসী। তুই আমার মা নস্। মা হোয়ে ছেলে বিক্রী করেছিস! কি করেছিস, উঃ কি করেছিস্ তুই তা জানিস্‌নে—চিরদিনের জন্য একটা জীবন নষ্ট করেছিস! আমি তো ছেলেবেলা এমন ছিলুম না। ছেলেবেলায় ভাল ছিলুম; যেদিন হোতে শুনলুম আমি পুষ্যিপুত্তুর, লোকে আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখে, তখন থেকে বিশ্বের উপর আমার অভিমান হোল। তারপর ক্রমে এই নরপিশাচ সেজেছি। একি আমার দোষ? না—না এ তোর দোষ। তুই যদি আমায় পশুর মত বিক্রী না করতিস—আমি সেই কাঙালিনীর ছেলে থাকতুম, তা হোলে আজ আমার এ দশা হোত না। কেন আমায় ঐশ্বর্য্যের মাঝে এনেছিলি? বল্ রাক্ষসী, কেন আমায় বিক্রী করলি?

পাগলিনী। পেটের দায়ে, পেটের দায়ে। তুই কি বুঝবি ক্ষুধার জ্বালা কি জ্বালা! সেই জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তোকে বিক্রী করেছিলুম। তুই কি বুঝবি—প্রবল শ্রাবণের ধারায় যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজেছি; যখন রৌদ্রে, অনাহারে তোকে বুকে নিয়ে ঘুরেছি, পিপাসায় আমার বুক ফেটে গেছে—তবু কেউ একটু জল দেয়নি! যখন মাঘ মাসের হাড়ভাঙ্গা শীতে বিনা বস্ত্রে পথে দাঁড়িয়ে কেঁপেছি, তুই কি

বুঝবি সেই কষ্ট! সেই দুঃখ! তখন তোর পানে একবার চাইতুম, তোর মলিন মুখ, অসহায় ভাব দেখতুম—আর আমার বুক ফেটে যেত। আমি চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌তুম, কেউ শুন্‌তো না, সে কান্না শুনে বাতাস শুধু হাহা করে বয়ে যেত, আর আকাশ স্থির ভাবে চেয়ে থাক্‌তো! তুই কি বুঝবি আমার সে কি কষ্ট! কি যাতনা! কি দুঃখ!

কুল। মর্‌তে পারিসনি রাক্ষসী? আমাকে মেরে ফেল্লিনে কেন? সে সময়ে মেরে ফেললে আজ আমায় এমন বিশ্বের ধিক্কৃত হোয়ে বেঁচে থাকতে হোত না।

পাগলিনী। মর্‌তে পারিনি। তোর দিকে চেয়ে, মর্‌তে পারিনি। তোর দিকে চাইলে আমার মর্‌তে ইচ্ছা হোত না। এত দুঃখ কষ্টেও তোর মুখখানি দেখ্‌লে আমার বুক জুড়োতো। ভাবতুম যদি মরে যাই তোর কি দশা হবে। আর তোকে মার্‌ব? তোকে মার্‌ব? হায় বাছা, তুই কি বুঝবি, মায়ের প্রাণ কি দিয়ে গঠিত! মায়ের প্রাণ শুধু মা-ই বোঝে, তা আর কেউ বোঝে না, আর কেউ জানে না। এই দ্যাখ এখনো আছে—ছেলেবেলায় তোর গলায় একখানি পদক ছিল, আমি তোর সে চিহ্ন এখনো আমার সঙ্গে সঙ্গে রেখেছি। পাগল হোয়েও ফেলে দিতে পারিনি। আমি এই কত বছর এ চিহ্ন বুকে করে বেঁচে আছি। বেঁচে আছি তোকে শুধু দেখ্‌ব বলে; আবার তোকে বুকে কর্‌ব বলে। আয় বাছা বুকে আয় (অগ্রসর হইল)

কুল। খবর্দ্দার, আসিস নে আমার কাছে—আসিস নে।

হায়, জানিসনে তুই আমার কি সর্ব্বনাশ করেছিস! মা হোয়ে সন্তান বিক্রী করেছিস! আমি যদি মহাপাপী হই তবে তুই মহাপাপিনী।

পাগলিনী। তুইও বল্‌বি? মহাপাপিনী—তা তুইও বল্‌বি? ওঃ তোর মুখে একথা শুনে—ঈশ্বর ঈশ্বর, এই আমার শেষ কথা শোনা হয়েছে, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি এখনো হয়নি? বাছা, আমি অপরের কাছে মহাপাপিনী হোতে পারি, বিশ্বের ধিক্কৃত হতে পারি—এমন কি ঈশ্বরের কাছেও অপরাধিনী হতে পারি, কিন্তু তোর কাছেও কি—উঃ!

কুল। না আর আমি এখানে দাঁড়াব না। যাই, পাগ্‌লী, তুই আমাকে মরতেও দিলিনে?

পাগলিনী। ওরে! ছেলের কাছে মা যে শুধু মা, সে কি আর কিছু হোতে পারে? বাছারে! যে মুখে আজ আমায় রাক্ষসী পিশাচী বল্‌ছিস সেই মুখে যখন তোর কথা ফোটে নি, যখন কচি হাত দু-খানি দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরতিস, যখন আধো আধো কথায় মা বলে ডাকতিস, তখন যে আমার কি হোত তা বোঝাতে পারিনে। তা আর কেউ বোঝে না; কেবল মা-ই বুঝতে পারে। ওঃ মনে পড়ে সেদিনের কথা যে দিন বিক্রী করেছিলুম—

(কুলভূষণ নীরবে শুনিতে লাগিল)

পাগলিনী। শুন্‌বি? শোন্ তবে। উঃ সে কথা মনে করতে বুক ফেটে যায়। যে দিন তোকে খেলনার লোভ দেখিয়ে অন্যের হাতে দিলুম, যখন তারা তোকে নিয়ে যেতে

চাইল, তুই তা বুঝতে পারলিনি। আমি রাক্ষসী, আমার বুক থেকে তোর কচি হাতের বাঁধনখানি ছাড়িয়ে দিতে হোল। তুই জোর করে আমার গলা জাপ্‌টে ধরলি—তা এমন জোরে—এমন জোরে জাপ্‌টে ধরলি যেন আমার নিঃশ্বাস রোধ হোয়ে আসতে লাগল। তবু আমি তোকে দিলুম—তোকে তাদের হাতে দিলুম—আমার বুকের ভিতর থেকে প্রাণ টেনে ছিঁড়ে দিলুম! তার পর যখন তোকে তারা নিয়ে যায়, তখন চীৎকার করে মূর্চ্ছিত হোয়ে পড়লুম। যখন জ্ঞান হোল তখন দেখি আমি পাগ্‌লা গারদে আছি—উঃ!

(ক্রন্দন)

কুল। কাঁদ, কাঁদ, খুব কাঁদ। আর একটু কাঁদ—আমিও কাঁদব। কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। কোনো দিন কাঁদ্‌তে পারিনি। কাঁদ—আমি দেখব।

পাগলিনী। না—আর কাঁদব না। আমার কান্নাও শেষ হয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল ফুরিয়ে গেছে। আর চোখ দিয়ে জল পড়্‌ছে না—এ রক্ত—এ আমার বুকের রক্ত, চোখ—দিয়ে জল হোয়ে বের হচ্ছে। তবে যাই, যাবার বেলায় একবার আমায় মা বলে ডাক্‌বিনে? বাছারে আমি তোর অপরাধিনী, বিশ্বের ধিক্কৃত মা—থাক্ আমায় মা বলে ডাকিস্‌নি আর। যাই তবে যাই বাছা। যাই—

কুল। মা, মা, মা, মাগো (পাগলিনীর বক্ষে মুখ লুকাইল)

পাগলিনী। কি বল্লি? বল্ বল্ আবার বল। আবার ডাক্। আমি যে ঐ ডাকের কাঙালিনী। ডাক বাছা আবার ডাক্।

কুল। মা, মা, মাগো।

পাগলিনী। গেছে, আমার সব দুঃখ, সব কষ্ট গেছে। ডাক্ ডাক্ আবার ডাক্। এ-কি—আমার মাথা ঘুরচে! বাছা আমায় ধর্।

কুল। (মাকে ধরিয়া) মাগো, আমি তোর অবোধ ছেলে, তোর অপরাধী ছেলে। মা আমায় কোলে নে, তেমনি করে কোলে নে, যেমন একদিন ছেলেবেলায় নিতিস। আজ পৃথিবীতে আর কেউ নেই—কিছু নেই। আছে শুধু মা আর ছেলে। মা, বিশ্ব তোকে ত্যাগ করেছে, করুক; আমি কি তোকে আর ফেলে দিতে পারি? তুই যে আমার উৎপীড়িত মা। মা, মা, তোকে ফেলে কোথায় যাবো? মা, মা, মাগো।

পাগলিনী। একি আমি কোথায়? আমার যে বুকের ভিতর কেমন করছে! বুঝি এই আমার শেষ হোয়ে এল। ডাক্ ডাক্ বাছা আবার ডাক্। (ভূমিতে পতন)

কুল। মা, মা, একি—মাগো তুই কোথায় যাচ্ছিস!

পাগলিনী। বাছা, আমার শরীরে আর সইলো না।

কুল। মা, মা, তোর অপরাধী অবোধ ছেলেকে কোথায় ফেলে যাবি? আমি যে বড় একা।

পাগলিনী। ঈশ্বর আছেন। অপরাধিনী হোলেও আমায় শেষের দিনে বড় সুখের ভাগিনী করেছেন। ঠাকুর আছেন। ঠাকুরের উপর মতি রাখিস। আমার শেষ হয়ে আসছে তবে যা—ই—যা—ই—তবে (মৃত্যু)

কুল। মা, মা ওমা! একি! সব শেষ! মা মা ওমা মাগো! চল্ তোকে শ্মশানে নিয়ে যাবো। তার পর আমিও সেই চিতায় পুড়ে মরব। দুঃখিনী মা আর তার অপরাধী ছেলে এক সঙ্গে যাবে। তবে চল্ মা।

(মৃতদেহ স্কন্ধে লইতে উদ্যত)

ইতি চতুর্থ দৃশ্য।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—ব্রহ্মব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। কাল অপরাহ্ণ।

(দাদাঠাকুরকে পুষ্পমাল্যচন্দনাদিতে সজ্জিত করিয়া সকলের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত।

পুণ্যোজ্জ্বল, স্নিগ্ধ ললাটে
অঙ্কিত করি গৌরবে ;
অপ্রধৃষ্য, বিজয়চিহ্ন
মণ্ডিত মহা বৈভবে।
মহিমাদীপ্ত নয়ন মাখা
অবিনশ্বর যশ ছবি আঁকা
ধরিয়া মহতী কীর্ত্তি-পতাকা
এসেছ জীবন-আহবে ;
অদ্ভুত তব কর্ম্ম-যজ্ঞ
বিস্মিত হেরি মনুজবর্গ
আপনি নামিয়া এসেছে স্বর্গ
মর্ত্ত্যে তোমারি উদ্ভবে।
বঙ্গগগনে দিব্য সূর্য্য
বিশ্ববাসীর হৃদয় পূজ্য
মহাসমারোহে বাজায়ে তূর্য্য
বরিব তোমারে উৎসবে।

হে মানি, তোমারে মহৎ মান
আপনি যে "মান" করেছে দান
সে মানে করিতে মহা মহীয়ান
দীনের কি দান সম্ভবে ?

দাদা। দ্যাখ্ তোরা অমন করবি তো আমি চলে যাব।

সেবা। দাদাঠাকুর আজ একটু অবাধ্য হব।

দাদা। তা হলে মার খাবি। তোরা অমন করছিস্ কেন? ছেলেরা কৈ? আমায় তাদের কাছে যেতে দে। তারা তোদের মত আমায় নিয়ে অমন করবে না। তাদের কেবল আমোদ—আমার তাই ভাল লাগে। এ সব মান দেওয়া, গণ্ডগোল,—এ হলে আমি ছুটে পালাব।

সেবা। এ আমরা আজ করবই।

দাদা। শেষটা কিন্তু দৌড় দেব। এই দৌড় দিলুম বুঝি।

সেবা। দৌড় দিয়ে আর পালাবার যো নেই। যে জায়গায় বসিয়েছি, সেখান দিয়ে কেউ যেতে পারে না।

(সার্ব্বভৌম, ন্যায়রত্ন, ও তর্কভূষণের প্রবেশ)

তর্ক। দাদাঠাকুর, তোমাকে আমরা এতদিন চিনতে পারিনি। তুমি মহৎ আমরা ক্ষুদ্র। আমাদের ক্ষমা কর।

দাদা। (উঠিয়া) আমি আপনাদের দাস (পদধূলি গ্রহণ) সেবাব্রত, এ সব গণ্ডগোলের মূল তুই।

সেবা। (হাসিতে হাসিতে) দোষ আমার না আপনার ?

তর্ক। দাদাঠাকুর, তুমি আজ জগতে এক মহৎ আদর্শ

দেখালে। এখন প্রার্থনা কর, বিশ্ব যেন এ আদর্শের মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারে।

দাদা। আমায় ও সব বলে লজ্জা দেবেন না। আমি অধম। আপনাদের দাসানুদাস। আমি কি করেছি? কি করতে পারি? যার কর্ম্ম তিনি করেন। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। আমায় আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন। পদধূলি দিন।

তর্ক। তোমায় পদধূলি দেব? না দাদাঠাকুর, ও কথা বলো না। তুমি আমাদের প্রাণে শক্তি সঞ্চার কর, আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর যে, যেন তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ধন্য হোতে পারি। দাদাঠাকুর ধর, 'আজ এই শ্রদ্ধা-চন্দনাক্ত মালা গ্রহণ কর।

(গলায় মালা পরাইয়া দিলেন ও দাদাঠাকুর প্রণত হইলেন)

(রহিমদ্দীর প্রবেশ)

রহিম। দাদাঠাকুর! (কাঁদিয়া ফেলিল)

দাদা। (ছুটিয়া গিয়া বক্ষে ধরিলেন) রহিম, রহিম, ভাই তুই আয়, আমার বুকে আয়। তুই আমায় আলিঙ্গন কর; রহিম আমি তোকে একটু কালের জন্যও ভুলতে পারিনি। এ্কি রহিম, তুই তো আর সে রহিম নেই! তুই যে বড় শুকিয়ে গেছিস্। আপনারা দেখুন, এই সেই রহিমদ্দী যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না বলে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে।

তর্ক। এমন মানুষ! এস ভাই আমরা সবাই তোমাকে আলিঙ্গন করব। তোমারও গলায় আজ মালা দেব।

(মাল্য দান)

রহিম। আমায় অত করবেন না। সইতে পারব না। দেমাক হবে। দাদাঠাকুর! দাদাঠাকুর!!

দাদা। আর আমায় ডাকলে কি হবে? চিনে ফেলেছে। লুকোচুরি আর ক'দিন চলে?

(দ্বারদেশে নিধিরাম ও ফেলারামের প্রবেশ)

নিধি। আমরা আস্‌তে পারব তো?

দাদা। কে আস্‌চে? দেখুন দেখুন। (উঠিয়া) এস ভাই, সবাই এস, কারও আস্‌তে বাধা নেই।

(নিধিরামের প্রবেশ)

দাদা। ও কে—নিধিরাম? এসো ভাই (আলিঙ্গন)

নিধি। দাদাঠাকুর! (পায়ের কাছে দুইটী পেয়ারা রাখিয়া)

দাদা। ও আবার কি?

নিধি। এই দুটী পাকা পেয়ারা। দাদাঠাকুর এই গাছের পেয়ারা খেয়ে তুমি একদিন বড় খুসী হয়েছিলে। তুমি চলে গেলে পর আর এ গাছের তলায় যাইনি। গাছের দিকে চাইলে প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ত। তুমি আস্‌বে বলে এ দু'টো বড় কষ্ট করে রেখেছি।

দাদা। নিধিরাম, এত স্নেহ, এত ভালবাসা দিয়ে কি তোরা আমায় পাগল করে দিবি? ঠাকুর, এরা আমায় এত স্নেহ করে কেন? এদের আমি কি দেব? এদের নিয়ে আমি কি করব?

(ধনদাস রায়ের প্রবেশ)

ধন। (দুর্ব্বলভাবে যষ্টিতে ভর করিয়া) দাদাঠাকুর কৈ ? (কেহ তাহার কথায় উত্তর দিল না ; সবাই মুখ ফিরাইয়া রহিল)।

দাদা। (উঠিয়া) এই যে। আসুন। (প্রণত হইলেন)

ধন। আমি আস্‌তে কি পারব ? দাদাঠাকুর, কৈ তুমি ? আমি প্রায় অন্ধ হয়েছি। আমার কাছে এস।

(দাদাঠাকুর নিকটে গেলেন)

ধন। আমি একটা কথা বল্‌তে এসেছি।

দাদা। আদেশ করুন।

ধন। বল্‌তে পারব তো ? আমি কি বলবার মুখ রেখেছি ?

দাদা। সে কি ?

ধন। দাদাঠাকুর, আমায় ক্ষমা কর। আজ একটু কালের জন্য ভুলে যাও—আমি পীড়নকারী আর তুমি পীড়িত। আজ আমি শুধু পাতকী, লাঞ্ছিত ধনদাস আর তুমি আমার ইষ্ট-দেব। দাদাঠাকুর, আজ তোমার কাছে এসেছি প্রাণের আগুন নিভাতে। বল আমায় ক্ষমা কর্‌বে কি না ?

দাদা। আপনি কোনো অপরাধ করেন নি। কোনো অত্যাচার করেন নি।

ধন। অপরাধ করি নি ? না না আমায় ক্ষমা করো না। আমি ক্ষমার অযোগ্য। আমায় শাস্তি দাও, আমি অপরাধী, আমায় শাস্তি দাও। ক্ষমায় প্রাণে আগুন আরও জ্বলে ওঠে। তোমার পায়ে পড়ি, আমায় শাস্তি দাও। (পদধারণোদ্যত)

দাদা। আঃ এ কি কচ্ছেন? আমায় অপরাধী করবেন না—আপনি আমার পূজনীয়।

ধন। দাদাঠাকুর, তুমি কি মানুষ? মানুষে এত সইতে পারে? এত বিপদে মানুষ স্থির থাকতে পারে? মানুষে বাল্যকালাবধি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত এমন অবিরল আনন্দে থাকতে পারে? মানুষে এত কাজ করতে পারে? এত জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি কি মানুষে থাকে? না দাদাঠাকুর, তুমি মানুষ নও। আজ আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমার কাছে শাস্তি নিতে এসেছি, তুমি দেবতা, আমায় শাস্তি দাও।

দাদা। রায়মশায়, কে কার উপরে অত্যাচার করে? সবই ঠাকুরের লীলা। আপনার চোখের জলে আপনার প্রাণের কালী মুছে যাবে। কেন এ মূল্যবান মানব-জীবন চিরকাল অনুতাপদগ্ধ করে রাখবেন? মানুষ মিথ্যা বলে, চুরি করে, নরহত্যা করে; তবু সে মানুষ। আর এই বৃক্ষাদি জড় পদার্থ—এরা চুরি করে না, মিথ্যা কথা কয় না; তবু এরা জড় পদার্থ। মানুষ ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষ যে ভগবানের প্রতিনিধি। কেন তবে মূল্যবান মনুষ্যজীবন নষ্ট করতে চাচ্ছেন? হয়েছে না হয় একটা অপরাধ, তা বলে কি সে চিরদিন কেবল অনুতাপ করতে থাকবে? প্রেমময় ঠাকুরকে ডাকুন। পিতার কাছে সন্তান কি চিরদিন তাড়িত হোয়ে থাকতে পারে? সখা কি সখাকে একটা অপরাধের জন্য চিরদিন দূরে ফেলে রাখতে পারে? তেমনি ভগবান—যিনি আমাদের আপনার হোতে আপনার, তিনি কি কাউকে দূরে

রাখতে পারেন ? তিনি যে না ডাকলেও আপনি কাছে আসতে চান ? কেন এ জীবন নষ্ট করবেন ?

ধন। আমার জীবন একটা মরুভূমি, একটা শ্মশান, একটা হাহাকার। এখন আমি জাতিভ্রষ্ট, সমাজচ্যুত, অন্ধপ্রায়, রুগ্ন, বৃদ্ধ। রাস্তার ছেলেরা দেখলে আমায় টিট্‌কিরি দেয়। অনুতাপে পাগল হোয়ে গেছি। এমন জীবন কেউ রাখতে পারে ?—উঃ !

দাদা। স্থির হোন। ঠাকুরের দয়া হয়েছে। পিতা অবাধ্য পুত্রকে শাস্তি দেন, সে শাস্তিতে দুঃখ নেই—তা ভালর জন্য। আর আপনার দুঃখ নেই। তিনি আপনাকে ডাক দিয়েছেন, আপনার পানে মুখ তুলে চেয়েছেন। কিছু ভয় নেই আর ! এ জীবন অনন্ত কাল হোতে আছে, অনন্ত কাল থাকবে। কালে এ পাপ ধুয়ে যাবে। তাঁর দয়া যে অসীম। মানুষের আর পাপ করবার শক্তি কতটুকু ?

ধন। মরতে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু সাহস হয়নি। মরতে আমার ভয় করে ; কি জানি এ জীবনের পরেও যদি কিছু থাকে !

দাদা। হাঁ আছে ; অনন্তকাল অনন্ত জীবন আছে। তাতে ভয় কি ? বরং আশার কথা। বিস্তৃত উন্নতিক্ষেত্র আপনার সম্মুখে। আমরা যে অসীমের শিশু, আমরা কি এমন ছোট হোয়ে এখানে থাকতে পারি ? আমাদের পবিত্র, নির্ম্মল শুদ্ধ হোতেই হবে। জাগ্রত করুন, আপনার আত্মার ভিতরের সেই মহাশক্তিকে জাগ্রত করুন। জানবেন, আমা

দের পবিত্রতাই স্বাভাবিক; অপবিত্রতা অস্বাভাবিক। আত্মার এ অকারণ দৈন্য পরিত্যাগ করুন, সেই মহাশক্তি জাগ্রত করুন।

ধন। জুড়িয়েছে! আমার বুক জুড়িয়েছে! এমন আশার কথা আর তুমি বিনা আমায় কে বলতে পারত? আমার প্রাণ যে গলে যাচ্ছে। দাদাঠাকুর, আমি এ দুঃখ জানাই কারে?

দাদা। আনন্দ, আনন্দ, আজ আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ এই যে আপনাকে পেয়েছি।

ধন। দাদাঠাকুর আমার একটা অনুরোধ—

দাদা। বলুন—

ধন। রাখবে তো?

দাদা। রাখব।

ধন। তোমার পূর্ব্ব সম্পত্তি তোমায় সব দিলুম। আর আমার অবশিষ্ট সম্পত্তি তোমার হাতে দিলুম। তুমি সৎ-কার্য্যে ব্যয় কর। আর আমার হতভাগ্য ছেলেটা—কুলভূষণকে যদি খুঁজে পাওয়া যায়, তাকে আজীবন তোমার কাছে রেখো। আমি আজ হোতে তোমার কাছে কাছে থাকব।

দাদা। আমার আর অর্থের প্রয়োজন নাই। বেশ আছি আপনার এ সম্পত্তি জগতের হিতে লাগানো হবে। গাও ভাই —সবাই মিলে তাঁর জয়ধ্বনি কর।

সকলে। জয় সচ্চিদানন্দ।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—নদীতীরস্থ কানন।কাল—সন্ধ্যা।

(দাদাঠাকুর গাহিতেছিলেন)

গীত।

মরি কি আনন্দ জাগে পরাণে
চিদানন্দ ব্রহ্মধ্যানে
মুগধ মুখর উদার গীতি
নীরবে ছুটে অসীম পানে।
প্রকাশে বিরাট বিমল জ্যোতিঃ
কোটী রবিশশীতারকাদ্যুতি
শান্ত সৌম্য মধুর ভাতি
কান্ত হৃদয়-গগনে।
মুদিত লোচন তবু হেরে সব
নাহি মন শুধু জ্ঞানে অনুভব
নাহিক শ্রবণ তবু শোনে রব
ভরা অভিনব তানে।
একিরে বিপুল মহান্ দৃশ্য
আমা-মাঝে আমি বিরাট্ বিশ্ব
কেবা গুরু আর কোথা বা শিষ্য
কেবা ভানে কারে জানে!

দাদা। সন্ধ্যা হোয়ে আস্‌ছে, ঐ দিগন্তবিতত শ্যাম বনানীর উপরে গলিত স্বর্ণ ঢেলে দিয়ে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। কি করুণ-গম্ভীর মহিমময় দৃশ্য! ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসছে। এখনি বিশ্বের এ আলোক নিভে যাবে। ঘোর তম-

আবৃত হবে। আবার প্রভাতে ধরা আলোকস্পর্শে হেসে উঠবে। এই তো বিশ্বের চিরন্তন নিয়ম। আলোক ও অন্ধকার, জীবন ও মৃত্যু, উত্থান ও পতন ক্রমাগত হচ্ছে। হে অনাদি অনন্তদেব, এস ; এমনি কালরাত্রির মোত আগে একবার বিশ্ব সংসারকে গ্রাস কর ; তোমার ভীষণ বজ্রাগ্নিতে যত ভেদ, বিবাদ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, সমস্ত দগ্ধ কর। তার পর তাকে আবার এক নবীন প্রভাতে আলোকোজ্জ্বল, হাস্যমুখরিত পুণ্য-প্রেম-প্রীতিবিলসিত কর। এস হে কালরূপী মহাপুরুষ, এবার ভীষণ হতে ভীষণতর হোয়ে এস, এই পতিত হিন্দু সমাজ তোমাকে চাচ্ছে, এবার প্রলয়ের বেশে এসে তার উপরে পতিত হও, একটা প্রবল প্লাবনে এসে উচু নীচু সব সমান করে দাও। আজ এ সন্ধ্যাগগনতলে দাঁড়িয়ে তোমায় এ কি মূর্ত্তিতে দেখছি রাজাধিরাজ !

বেহাগ—চৌতাল।

রাজ-রাজেন্দ্র রাজে
বিরাট ব্যোম মহাশূন্য সিংহাসন মাঝে।
চন্দ্র সূর্য্য করিছে আরতি
অনিল বহিছে যশোভারতী
বিশ্ব করিছে চরণে প্রণতি
নিখিল-ভুবন-রাজে।
অগণন কত সৌর লোকে
গাহে বন্দনা প্রেমে পুলকে
গম্ভীরমন্দ্রে দ্যুলোকে ভূলোকে
মঙ্গলারতি বাজে,

স্থাবর জঙ্গম দেশ কাল পাত্র
জনম-মরণধারা দিবস রাত্র
স্থূল সূক্ষ্ম পরমাণু তন্মাত্র
অরূপ-স্বরূপমাঝে। (ধ্যানস্থ হওন)

(সেবাব্রতের প্রবেশ)

সেবা। গুরুদেব! (নিকটে আসিয়া) একি ধ্যানস্থ! আ মরি মরি! এ-কি অপূর্ব্ব ধ্যানসমাহিত মূর্ত্তি। সেবাব্রত, এ সময় একবার চরণধূলি মস্তকে ধারণ করে ধন্য হও।

(সেবাব্রত পদধূলি গ্রহণ করিলেন। দাদঠাকুর চক্ষুরুন্মীলন করিলেন।)

দাদা। কে?

সেবা। আমি।

দাদা। সেবাব্রত? (পুনর্ধ্যানস্থ)

সেবা। একি! আবার ধ্যানস্থ!

দাদা। সেবাব্রত, এস একবার—তাঁর নাম গান করি, দেখ কি সুন্দর সন্ধ্যা।

(উভয়ে চাহিলেন)

জয়জয়ন্তী—একতাল।

একি আনন্দ-পুলক-বেদনা—হৃদয়নাথ হৃদয়পুরে
মরমের বাণী উঠিল বাজিয়া মোহন মধুর নবীন সুরে
কি প্রেমমদিরা করিয়া পান
পরাণে জাগিল নবীন প্রাণ
জ্ঞানে বিকশিত নবীন জ্ঞান
একি অনুভূতি হৃদয় জুড়ে!

সকল ইন্দ্রিয় নয়ন মাঝে
আমার সকলে সবার সাজে
সকল জুড়িয়া মূরতি রাজে
ভিতরে বাহিরে নিকটে দূরে।

সেবা। আপনাকে আজ একি মূর্ত্তিতে দেখছি গুরুদেব?

দাদা। কি দেখছো?

সেবা। একটা সূর্য্যের মত; একটা হোমশিখার মত। এমন তো আর কখনো দেখিনি! আপনি যখন ছেলেদের সঙ্গে খেলা করেন, তখন দেখেছি এক আনন্দঘন মূর্ত্তি! সেই মূর্ত্তির সঙ্গেই আমরা বিশেষ পরিচিত। কিন্তু আজ একি ভাবে দেখছি! এ নির্জ্জনে বসে কি করছিলেন গুরুদেব?

সেবা। ধ্যান করছিলুম।

সেবা। কিসের ধ্যান? কি ধ্যান? কার ধ্যান?

দাদা। ধ্যান-রহস্য তোমাকে আরও কিছুদিন পরে বলব।

সেবা। ধ্যানের কথা শুনতে বড় ইচ্ছা হচ্ছে।

দাদা। তবে শোন। তার আগে একবার এই সন্ধ্যা-কাশের প্রশান্ত মাধুরী, এই কাননের পবিত্র শান্তিতে স্নান করে তোমার দেহ মন স্নিগ্ধ করে নাও, তার পর স্থিরচিত্তে বসে শোনো। তোমাকে এই শুভ লগ্নে দীক্ষিত করব; তোমার সময় হয়েছে।

(সেবাব্রত স্থিরভাবে বসিলেন)

দাদা। এখন ভাবো, তুমি আত্মা; এই বিশ্বে আর কিছু নাই, মাত্র তুমি আছ। সেই আত্মার মাঝে জেগে

আছেন সেই শুদ্ধ সত্য অপাপবিদ্ধ। তিনি অনন্ত, তিনি মহান, নামরূপাদিবর্জ্জিত। তুমি ধ্যাতা, তিনি ধ্যেয়।

কাফি—কাওয়ালী।

কেবা করে কার আরাধন ?
(যেন) আপনি পাতিয়া কান,
শোনা আপনার গান
আপনা-আপনি আলাপন।
কারে ডাকো বারে বারে—কে দিবে সাড়া ?
আপনারে নাহি চেন আপন-হারা ;
মুঠোর ভিতরে রাখি, মোহবশে মুদি আঁখি
আঁধারে নিভায়ে বাতি খোঁজ হারাধন।
কেবা তুমি, কেবা আমি, সব আমি হই ;
আমাতেই আমি—তুমি ভিন্ কেহ নই ;
হয় শুধু তুমি থাক, নয় শুধু আমি রাখ
উভয়ের নহে একাসন।

সেবা। গুরুদেব, আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, আমার সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আজ আমায় এ-কি দিলে ? এ আমায় কি দেখালে ? এ যে এক অমৃতহ্রদে অবগাহন করছি ! এ-কি অমৃত পান করছি ! এ-কি—চক্ষে দিব্য সৌন্দর্য্য দেখতে পাচ্ছি ! এ-কি—কর্ণে সুধাসঙ্গীত শ্রবণ করছি ! আনন্দ ! আনন্দ ! এত আনন্দ যে সইতে পারি নে ! এ কোথায় ছিল ? এ আমায় কি দেখালে ? এ আমায় কি দিলে ? গুরুদেব ! গুরুদেব !

দাদা। আনন্দম্ ! সেবাব্রত !

সেবা। গুরুদেব !

দাদা। চল এখন যাই।

সেবা। গুরুদেব, এ অমৃত ফেলে আর যেতে ইচ্ছা হয় না। আমি আর যাবো না। আমি এ আনন্দসুধা নিরবচ্ছিন্ন পান করব, এতদিন এর আস্বাদ পাইনি। আমি আর যাবো না।

দাদা। সেবাব্রত, তুমি ভুল বুঝেছ। এ ঘোর স্বার্থ-পরতা। যে আনন্দ তুমি পেয়েছ, চল তাই ঘরে ঘরে বিলোতে হবে। মনে কর বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্যের কথা; এই নিবিড় আনন্দ তাঁরা সম্ভোগ করতেন। কিন্তু তাঁরা এ আনন্দ একা ভোগ করেন নি; মানবের দ্বারে দ্বারে বিলিয়েছেন। এ আনন্দকে দেহে প্রাণে সহজ করে নাও। বিশ্বপ্রেমে, জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে, এই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম, বিশ্বজনীন প্রেম প্রচার কর। বিশ্বকে আপনার করে নাও।

সেবা। তাতে যে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হবে?

দাদা। তা হবে না; উপরে কাজ করবে, কিন্তু ভিতরে এ আনন্দ জমাট হোয়ে থাকবে। আনন্দের বহির্বিক্ষেপ অপেক্ষা ঘনীভূত অবস্থাই ভাল। আরও দেখ, এ সময়ে এ যুগে কেবল ধ্যানধারণা নিয়ে থাকলে চলবে না। স্থূল কার্য্যও করতে হবে। রজোগুণকে একটু জাগ্রত করতে হবে। আমা-দের কার্য্য আদর্শ গৃহস্থ তৈরি করা। আমাদের ধর্ম্ম সার্ব্ব-ভৌমিক প্রেম—এর উদ্দেশ্য জগন্মঙ্গল, পরিণাম সমগ্র জগ-তের মুক্তি। আমাদের এ ধর্ম্মে জাতিবর্ণ সম্প্রদায়ের কোনো ভেদ নেই। চল সেবাব্রত, মানবসমাজ আজ এই চায়। এক-

বার কল্পনানেত্রে নিরীক্ষণ কর, যেন সমস্ত বিশ্ব তোমার পানে চেয়ে আছে, একটা শুভ সংবাদ, একটা মহাশান্তি চাচ্ছে।

সেবা। কাজ করে যাচ্ছি সত্য, কিন্তু জগৎ তো একটুও অগ্রসর হচ্ছে না।

দাদা। কাজ করো, বিচার করো না। তোমার কার্য্য তুমি কর। ফলাফলের অধিকারী আমরা নই। কাল সময়ে তার কার্য্য আপনি করবে। জগতে ভেদ চিরদিন থাকবে। বৈচিত্র্য ও বৈষম্যই জগতের রীতি; এ ভেদ, এ বৈষম্য দেখে হতাশ হয়ো না। এতে বহুদর্শিতা লাভ কর। ভেদ একভাবে কি অন্যভাবে চিরদিন আছে ও থাকবে। এ না হলে সৃষ্টির অস্তিত্ব থাকে না। বৈষম্যই সৃষ্টি। মহাসাম্য মহাপ্রলয়; চেয়ে দেখ জগতে একপ্রকার দুটি পদার্থ নেই। যে পরমাণুসমূহ অথবা যে পঞ্চতন্মাত্র জগতের উপাদান কারণ, তাও যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখনই প্রলয়; তার অসমান অবস্থা অর্থাৎ প্রকৃতির বিক্ষোভই সৃষ্টি। সৃষ্টি থাকলেই এ ভেদ থাকবে। একবার মহাপ্রেমে প্রাণ উদার কর, দেখবে ভেদের মধ্যে এক অখণ্ড ঐক্য রয়েছে। সেই বিশ্ববীণার সুরে একবার সুর মিলাও দেখি।

সেবা। আপনি বলছেন কর্ম্মের কথা; তার সঙ্গে কি জ্ঞানভক্তির বিরোধ নেই?

দাদা! না, জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম তিনটিই এক সূত্রে বাঁধা। বায়ু পিত্ত কফ অথবা সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের মতো। তিনটি

সংহত হয়ে জগদ্ব্যাপার নিষ্পন্ন হচ্ছে। সেবাব্রত, একবার মনশ্চক্ষে জগতের ভবিষ্যৎপানে চাও দেখি! কি দেখছ?

সেবা। একটা দুর্জ্জেয়, অস্পষ্ট, কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন মহা-রহস্য।

দাদা। না সেবাব্রত, দুর্জ্জেয় নয়, অস্পষ্ট নয়—বড় স্পষ্ট; এর চেয়ে প্রত্যক্ষ আর কিছুই নেই। বর্ত্তমানই ভবিষ্যতের জনক; চেয়ে দেখ জগতের ভবিষ্যৎ এক মহামহিম আলোকো-জ্জ্বল প্রদেশ—যেখানে চিন্তা বর্ণময়ী, কল্পনা কর্ম্মময়ী, আশা ফলবতী; যেখানে কেবল শান্তি, কেবল পবিত্রতা, কেবল আনন্দ, কেবল মধুরতা; যেখানে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি পরস্পর হাতধরাধরি করে চলেছে। একদিন পাপী তাপী পুণ্যবান্ সব একসঙ্গে এক মহাপুণ্যপূত শান্তিময় রাজ্যে মিলিত হবে। দিব্য চক্ষে চেয়ে দেখ সেবাব্রত, আর বল জয় সচ্চিদানন্দ।

সেবা। জয় সচ্চিদানন্দ।

(যবনিকাপতন)